CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 March, 2021 ■ আগরতলা, ১৫ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

ভাঙ্গা পা নিয়ে ভোট প্রচারে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ২৫ হাজারের বেশী, মৃত্যু বেড়ে ১,৫৮,৬০৭

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের ২ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনই দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। শনিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৫ হাজার ৩২০ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৬১ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৬,৬৩৭ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ফলে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৯,৮৯,৮৯৭ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৫,৩২০ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ০৪৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৬,৬৩৭ জন। সুস্থতার তুলনায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। ১৬১ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮,৬০৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫৪৪ জন (১.৮৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৮,৫২২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪০৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৫,১৯,৯৫২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

উদ্বেগ ও চিন্তা বাড়িয়ে ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৬৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৮,৬৪,৩৬৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৬৭,০৩,৬৪১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৮,৫২২ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও ঊর্ধমুখী, তবে সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৬,৬৩৭ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৮,৬০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৬১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৯,৮৯,৮৯৭ জন (৯৬.৭৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৮,৫২২ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২,১০,৫৪৪ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৮৫ শতাংশ)।

ড্রেনে নেমে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহরের ওরিয়েন্টে চৌমুহনীতে ড্রেনে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এক শ্রমিক।সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। অচৈতন্য হয়ে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করে উপরে তোলা হয়। ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজন ভির জমান।

খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।ওরিয়েন্ট চৌমুহনি এলাকায় ড্রেনের কাজ করতে গিয়ে অক্সিজেনের অভাবেই ড্রেনের ভেতরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই শ্রমিক। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতাল গুরুতর আহত শ্রমিক দুলাল দাস চিকিৎসাধীন। তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকায়।ড্রেনে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

ছয় জুয়ারিকে হাতেনাতে ধরল মহিলা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। আগরতলা পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ রবিবার সকালে হরিজন কলোনি এলাকায় জুয়ার আসর থেকে নগদ টাকা চারটি মোবাইল ফোন এবং ৬জন জুয়াড়িকে আটক করেছে। জানা যায় ওই এলাকায় একটি মেলা চলছিল।

মেলা উপলক্ষে জুয়ার আসর বসে। খবর পেয়ে মহিলা থানার পুলিশ সাদা পোশাকে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে ৬ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। আরো বেশ কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য মেলাকে কেন্দ্র করে অবৈধভাবে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের জুয়ার আসর বসছে। এই সর্বনাশা জোয়ার খপ্পরে পড়ে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রাজধানী আগরতলায় নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য, ইন্দ্রনগরে পুলিশের জালে যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ইন্দ্রনগর মসজিদ পাড়া থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক নেশা কারবারিকে আটক করেছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স পুলিশ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় ইন্দ্রনগর মসজিদ পাড়ায় একটি বাড়িতে নেশা সামগ্রী মজুদ রয়েছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রনগর মসজিদ পাড়ায় আক্তার হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার সহ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। পুলিশ অভিযুক্ত নেশা কারবারি আকতার হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে সে বহুদিন ধরে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত।

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের নামধাম উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। উল্লেখ্য নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে।পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান চালালেও নেশা কারবারিরা নয়া নয়া কৌশল গ্রহণ করে তাদের নেসা পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

সাব্রুমে মৌমাছির আক্রমণে আহত দুই, সংকটজনক অবস্থা একজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। মৌমাছির আক্রমণে গুরুতর আহত দুইজন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সাথে সাথে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল এগারটা নাগাদ সাব্রুমের ছোটখিল লীলাগড় চা বাগানে।

আহত ব্যক্তির নাম দীনেশ ত্রিপুরা ও কেশব রাই। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ছোটখিল লীলাগড় চা বাগানে একটি নির্মিত টাওয়ারে বেশ কয়েকমাস ধরেই প্রচুর সংখ্যক মৌমাছি বাসা তৈরি হয়েছে। এতো সংখ্যক মৌমাছি বাসা তৈরী হয়েছে, যেখানে টাওয়ারের কাছে যেতে অনেকেই ভয় পায়। কি কারণে ওই দুই ব্যক্তি মৌমাছির বাসার সামনে গিয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মৌমাছির বাসার সামনে যাওয়া মাত্র দুই ব্যক্তিকেই প্রচুর সংখ্যক মৌমাছি একসাথে আক্রমণ করে।

মৌমাছির আক্রমণে দুই ব্যক্তিই প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে। তাদের চিৎকারে চা বাগানের লোকেরা ছুটে এসে আগুনের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে কোন রকমে রক্ষা করেন। পরবর্তী সময়ে দমকল কর্মীরা এসে আহত দু'জনকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

ভাঙা পায়েই ঘুরে বেড়াব বললেন মমতা

কলকাতা,১৪ মার্চ (হি.স.): নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারই মাঝে আজ রবিবার নন্দীগ্রাম দিবস। আর নন্দীগ্রাম দিবসে এদিন মেয়ো রোড থেকে ভাঙা পা নিয়ে রোড শো করে হাজরা থেকে সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "ভাঙা পায়েই ঘুরে বেড়াব"।

এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "শরীরের যন্ত্রণার চেয়ে গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বেশি। আহত বাঘ আরও ভয়ঙ্কর। হুইলচেয়ারে করেই সারা বাংলা ঘুরব। ভাঙা পায়েই খেলা হবে। জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছি। অনেক লড়াই পেরিয়ে এসেছি।

আপনারা সংযত থাকুন। আমার উপর ভরসা রাখুন। ডাক্তার ১৫ দিন বিশ্রামের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন বিশ্রাম নিলে চলবে না। শরীরের থেকে মনের যন্ত্রণা বড়। গণতন্ত্রের যন্ত্রণা আরও অনেক বড়। স্বৈরাচারীদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। বাংলা দখলের চেষ্টাকে নস্যাত করতে হবে। এদিকে, কিছুদিন আগেই নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মমতাকে। আঘাত লাগায় বর্তমানে হুইল চেয়ারে করে ঘুরতে হচ্ছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে।

২০ মিনিটে তিনটি দুর্ঘটনা বিশালগড়ে শিশুসহ আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মার্চ।। একই দিনে বিশালগড় তিনটি দুর্ঘটনা। রবিবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের প্রথম গেটের সম্মুখে বাইক ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে।টি আর ০১ ডি ৫৩২৩ নম্বরের বাইক এবং টি আর০১জি ০২৫০ নম্বরের মারুতি গাড়ির সাথে সংঘর্ষে আহত বাইক চালক। অন্যদিকে হাসপাতালে দ্বিতীয় গেইটে একটি টিআর০৭ ৮৫১৩ বাইকটি একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে টিআর০৭ ২৩৯৫ নম্বরের একটি অটোর সাথে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে আহত হয় বাইক চালক আরোহী বিশাল দাস(১৯) এবং অর্ঘ্য দাস(১৮)তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়গুলো নিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগ হাসপাতাল গেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিকের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই এলাকাবাসীর দাবি হাসপাতাল গেইট সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে অতিসত্বর ট্রাফিকের ব্যবস্থা করে দিতে। বিশালগড় বাইপাস রোড সংলগ্ন এলাকায় আরেকটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। বিশালগড় থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে স্ত্রী ও ছোট শিশু সহ আহত হয়।

মধুপুরে ঘরেই অগ্নিদগ্ধ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মার্চ।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক মহিলা অর্ধাংশ পুড়ে যায় ঘটনা মধুপুর থানার অন্তর্গত পুরাতল এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সকাল দশটা নাগাদ রান্না করতে গিয়ে লাকড়ির চুলা থেকে হঠাৎ পেছনে শাড়ির মধ্যে আগুন লেগে যায়। তার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়িঘরের লোকজন তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। এদিকে জানা যায় মহিলার নাম রিঙ্কু রায় বয়স(৩২)শরীরে ৫০ পুড়ে যায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বোধজংনগরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। বোধজং নগর থানা এলাকার যাত্রাবাড়ী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার একটি গাছ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম আশিস চৌধুরী।জানা যায় তিনি আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। প্রাতঃ ভ্রমণে গিয়েই যাত্রাবাড়ী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার একটি গাছে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন ওই ব্যক্তি। পথচারীরা ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তার বাড়িতে খবর দেন।

খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে মৃতদেহটি শনাক্ত করেন। তারপরে খবর পাঠানো হয় বোধজ জং নগর থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। খয়ের পুর এর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ফাঁসিতে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মিজোরামে ধৃত জঙ্গীকে আনা হচ্ছে ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। মিজোরাম পুলিশের হাতে ধৃত এনএলএফটি নেতা পরিমল দেববর্মাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ দল। সূত্রের খবর, রবিবার আইজলে অবস্থানরত ত্রিপুরা পুলিশের দল পরিমল দেববর্মাকে সেখানকার আদালতে হাজির করে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করে।

আদালত সেই ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেছে। তারপরই সাব-ইন্সপেক্টর শ্যামাপ্রসাদ দাসের নেতৃত্বে ত্রিপুরা পুলিশ দল পরিমল দেববর্মাকে নিয়ে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। আগামীকাল তাকে আগরতলা আনা হতে পারে বলে পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, পরিমল দেববর্মা রাজ্যের নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন এনএলএফটি'র স্বঘোষিত চিফ। সে একাধিক বৈরী হামলা এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঘটনায় অভিযুক্ত। রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে বারোটার বেশি মামলা এবং বহু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপুরা পুলিশ তাকে খুঁজছিল।

আউটসোর্সিংয়ে চাকুরীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিলোনিয়াতে বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ মার্চ।। বিজেপি- আইপিএফটি জোট সরকারের জন বিরোধী বেকার স্বার্থবিরোধী কালো সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সরব হলো বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওআইএফ। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সাথে বিলোনিয়াতেও প্রতিবাদ জানিয়ে হয় মিছিল ও সভা। মিছিল ও সভায় ব্যাপক সংখ্যক যুবকদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্য সরকার সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ করে গ্রুপ ডি থেকে অফিসার নিয়োগের দায়িত্ব বেসরকারি এজেন্সির হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তীব্র বিরোধিতা করে রাস্তায় নামলো বামপন্থী যুব সংগঠন। আউটসোর্সিং প্রথা বন্ধ করে অবিলম্বে সরকারি দপ্তরে স্থায়ী নিয়োগ করার দাবিতে স্লোগান তুলে গর্জে উঠলো বিলোনিয়ার বাম নেতাকর্মী থেকে শুরু করে বামপন্থী যুব সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

রবিবার সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির কার্যালয় থেকে বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বামপন্থী যুব সংগঠনের মহাকুমা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত, বিলোনিয়া শহরাঞ্চল কমিটির সম্পাদক গৌতম সেন, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, টি ওয়াইএফ নেতা সুবীর ত্রিপুরা, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর ১ নং টিলার মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু ক্ষন প্রতিবাদ দেখানোর পর হয় সভা।

বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি তুলে, বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করে, আউটসোর্সিং প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়ে লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন সভার বক্তা যুব সংগঠনের মহাকুমা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত।এ বিষয়ে সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে যুবসংঘঠন আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শমিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।বেকার স্বার্থবিরোধী কাল সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহার করেন এতে রাজ্য সরকারের প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।অবিলম্বে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।শুধু দুনিয়াতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাম সংগঠনগুলি এই ইস্যুতে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কালীবাজারে আগুনে পুড়ল দোকানঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। বামুটিয়ার কালি বাজারে গতকাল রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে একটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ঘনীভূত হয়ে গেছে। দোকানের মালিকের নাম প্রদীপ সরকার।জানা যায় গভীর রাতে হঠাৎ দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন।

বর দেওয়া হয় দোকানের মালিক প্রদীপ সরকার এবং দমকল বাহিনীকে। মোহনপুর থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নেভায়।তবে ততক্ষনে দোকানটি পুরে সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয়ে যায়।দোকানের মালিক প্রদীপ সরকার জানিয়েছেন দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫৪ ◘১৫ মার্চ
২০২১ ইং ◘ ১ চৈত্র◘ সোমবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক সৌজন্যতা

ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত বর্ষ।ইহিতে বিভিন্ন দেশ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে।এটা স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের মানুষের ঐতিহ্য। কিন্তু সেই ঐতিহ্য ধুলায় মিশাইয়া দিবার চক্রান্ত শুরু হইয়াছে।রাজনীতির ময়দানে এবং ক্ষমতার মসনদ দখল করিবার প্রত্যাশায় রাজনৈতিক সৌজন্যতাবোধ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ নেতা। তাহাদের বদান্যতায় দেশের ঐতিহ্য ও গৌরব হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড় করিয়াছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। তাহারা পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া নেভর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। যে কোন প্রকারে ক্ষমতা দখলই হইল বিজেপির সামনে মুখ্য বিষয়।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারন মানুষ। এরই সুবাদে তিনি রাস্তায় মানেই মানুষের ঢল। যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন, বা এই দশ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়েও সেই আসল ছবিটা এতটুকু বদলায়নি। তাঁহাকে কাছ থেকে এক পলক দেখিবার জন্য, একটু ছোঁয়ার জন্য মানুষের আকুতির অন্ত নাই। অত্যন্ত সহজ জীবন অভ্যস্ত একজন মেয়ের এমন শিখরসমান জনপ্রিয়তার কাছাকাছি কে আসিতে পারেন তাহা নিয়া চর্চার অন্ত নাই। এহেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার খবরে উদ্বেগ ছড়াইয়াছে গোটা দেশে। দল মত নির্বিশেষে অনেকেই অগ্নিকন্যার দ্রুত আরোগ্য কামনা কর্রিয়ি বার্তা পাঠাইয়াছেন। বঙ্গেও কংগ্রেস-বিজেপি-বামপন্থীদের কোনও কোনও নেতা হাসপাতালে তৃণমূল সুপ্রিমোকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেউ কেউ বার্তা দিয়ে তাঁহার দ্রুত কাজে ফিরিবার শুভকামনা করিয়াছেন। গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। এটাই সৌজন্য। একজনের সঙ্গে বা এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যের দল, মত, পথ আলাদা হইতে পারে। সে লড়াই পথে প্রান্তরে, সংসদ বা বিধানসভার ঠান্ডা ঘরে চলিবে। কিন্তু 'সবার উপরে মানুষ সত্য'-এর আপ্তবাক্য মানিয়া একে অপরের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াইবে, ভালো চাইবে এই সৌজন্য থাকা উচিত। কিন্তু উচিত আর বাস্তব এক নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হইয়াছেন, তাহা নিয়ে চিকিৎসকদের কোনও সংশয় নাই। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁহার চোট লাগার ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ বিরোধিতা করিতে হইবে বলিয়াা অসুস্থ মমতাকে নিয়াও কুৎসিত মন্তব্যে মাতিয়াছেন অধীর চৌধুরী থেকে দিলীপ ঘোষরা। কেউ বলিয়াছেন, এসব মমতার 'ভণ্ডামি', 'কেউ বলিয়াছেন 'নাটক'! সিপিএমের কেউ আবার পালে বাঘ পড়িবার গল্প শুনাইয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজনীতির বিরোধিতা যতই থাকুক, একজন অসুস্থ মানুষের প্রতি সমবেদনা জানানো, সৌজন্য প্রদর্শন কি উচিত ছিল না? বাংলাদখলের স্বপ্ন দেখিতে গিয়া বিরোধী দলের হেভিওয়েট কোনও কোনও নেতা সৌজন্যবোধটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এমন কদর্য মন্তব্য করিয়া বসিয়াছেন যাহা অমানবিকতারই নিদর্শন। স্বাভাবিক কারণেই তাই অধীর চৌধুরী, দিলীপ ঘোষের মতো বিরোধী নেতার কদর্য মন্তব্যকে ঘিরিয়া দেশজুড়িয়া নিন্দার ঝড় উঠিয়াছে।

উল্টো দিকে? পায়ে মারাত্মক চোট নিয়াও নেত্রী বলিয়াছেন, আমি অনুরোধ করিব সকলের কাছেশান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন। এমন কিছু করিবেন না যাহাতে মানুষের অসুবিধা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একজন দায়িত্বশীল মানুষের যে ভূমিকা থাকা উচিত, সেটাই শোনা গিয়াছে তৃণমূল সুপ্রিমোর বক্তব্যে। বাংলার ভোট যত এগিয়ে আসিতেছে ততই ব্যক্তি আক্রমণ ও কুকথার রাজনীতি প্রকট হইতেছে। এটা কখনও কখনও শালীনতার মাত্রাও ছাড়াইতেছে। একজন আহত মহিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কটু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছে না! একাংশের বিজেপি নেতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনা নিয়া যেভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা শুধু অসৌজন্যের বহিঃপ্রকাশ নয়, নিম্নরুচিরও পরিচয়। সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকে। এক্ষেত্রেও আছে। এই পদ্ম শিবিরেরই কয়েকজন অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করিয়া সৌজন্যের বার্তা দিয়াছেন। কিন্তু এই সৌজন্যটুকুও দেখাননি দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেত্রীর প্রধান প্রতিপক্ষ প্রার্থীও, যিনি একদা মমতা মন্ত্রিসভারই হেভিওয়েট মন্ত্রী ছিলেন। দেশের ঐতিহ্য পরম্পরার কথা যাঁহার মুখে মুখে সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। রাজনৈতিক মতভেদ থাকিলেও এমন অসৌজন্য প্রদর্শন কি ভালোভাবে মানিয়া নিবে রাজ্যবাসী।

বৃক্ষের পরিচয় তাহার ফলে। একজন নেতা কতটা মানবিক তাহার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁহার আচার-আচরণে। সবার আগে মানুষ। তারপর রাজনীতি। ভোটের রাজনীতি করিতে গিয়া সেই বোধটুকুও খুইয়ে মানবিকতাটা হারাইয়া বসিয়াছেন বিরোধী শিবিরের কতিপয় হেভিওয়েট নেতা। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে গিয়া এমন বেফাঁস মন্তব্য করিয়াছেন যাহা শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বেমানান। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের রাজনীতি থাকিবে, রাজনৈতিক মতাদর্শ গত পার্থক্য থাকিবে, রাজনৈতিক তরজার লড়াইও থাকিবে। কিন্তু রাজনীতি করিতে গিয়া সৌজন্যতাবোধ টুকু হারাইয়া ফেলিলে দেশের ঐতিহ্য ধূলায় মিশিয়া যাইবে। রাজনৈতিক সচেতনতা বোধটুকু বজায় রাখিয়া ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে একদিকে যেমন দেশের ঐতিহ্য বজায় থাকে ঠিক তেমনি জনগণও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আস্থাশীল থাকিবে। এটাই ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য।

তেলের দাম বাড়ায় সরকার, ইচ্ছে করলেই কমাতে পারে, তাহলে কমায় না কেন?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সরকার যে ভাবনায় চলে, তাদের যা নীতি তাতে তেলের দাম বাড়াটাই অনিবার্য। এই দাম বৃদ্ধি হচ্চে সরকারের ভুলে, কিন্তু সেটা কখনোই সরকার মানতে চায় না। রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে তেলের উপর কর বসানো হল সরকারের নীতি। এটা বন্ধ হওয়া দরকার সবার আগে। বরং কমানো হোক তেলের উপর কর, বাড়ানো হোক সম্পদ কর ধনীদের ওপর। আর অবিলম্বে বসানো হোক জিএসটি। এই পথে এগোলে সরকারের নীতি শোধরানো যাবে। রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে চাপ পড়ে না তেলের উপর।

কিন্তু তাতে কর্পোরেট স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। তাই আগের কংগ্রেস সরকারও মানত, এখনও সেই পথে এগোচ্ছে বিজেপি । তাতে আরো বেশি আগ্রাসী বাজার নীতি পূজারী। তাই দাম বাড়লে আগে কংগ্রেস একটা প্রশাসনিক পর্যায়ে রদবদল করে ক্রেতার চাপ কমাতে চেষ্টা করত। কিন্তু এই মোদি সরকার মনে করে সব দায় জনগণের। দাম বাড়লে বেশি দাম দিয়ে কিনবে, তাই নিয়ে সরকারের কী করার আছে?

এই সরকারের যা মনোভাব তাতে তেলের দাম শুধু বাড়াতেই আটকে থাকবে বলে মনে হয় না। এই দাম উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। এরপর দেখা যাবে হয়ত যে কোনো সময়ে দেশের তেলের বাজারটিও তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থার হাতে। এমনিতেই এখন সেই দিকেই চলছে। দাম ঠিক করার উপর রাষথয় নিয়ন্ত্রণ নেই, ২০১৪ সালেই সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে ডিজেলের ওপর। ডিজেলের দাম এখন পুরোটাই বাজার অনুযায়ী। সরকার ভর্তুকি দিয়ে কমাবে না।

এখন বহুজাতিক তেল কোম্পানির নজর ভারতের খুচরো তেলের বাজারের দিকে। আন্তর্জাতিক ডিজেল পেট্রোল বিক্রেতারা বাজারের সেরা রাঘববোয়াল। তারা এই জন্য সরকারের কাছে তদর করা শুরু করেছে। এরপর যদি শোনা যায় ইন্ডিয়ান অয়েল বিক্রির জন্য খোলাবাজারে শেয়ার বিক্রি হবে, তাহলে বোঝা যাবে দেশের বাজারে তেল ও গ্যাসের আন্তর্জাতিক সেরা কোম্পানিগুলির বিনিয়োগ পেতেই এভাবে খুচরো বাজারে তেল, গ্যাসের দাম একটু একটু করে বাড়ানো হয়েছে। সন্দেহটি একেবারে অমূলক নয়।

নিত্য এই দেশে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ঘটে। এর পিছনে মূল কারম সরকারের কর বাড়ানো। সেটাকে আড়াল করার জন্য ক্ষমতায় যে থাকে বৃদ্ধিকে দায়ী করে। আর জনগণের কাছে বলে আমরা কী করব? লোকেও ভালে দেশে তো আর পেট্রোল ডিজেল তৈরি হয় না, বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তাই সরকারের কিছুই করার নেই।

এতদিন কংগ্রেস সরকার বলত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাম বাড়লে আমাদের কিছু করার নেই। এবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার,

তারাও বলছে ওই একই কথা, সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে সব দোষ কংগ্রেসের। অর্থাৎ দেশের মধ্যে পেট্রোল ডিজেল উৎপাদন হয় না কেন?

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই বলেছেন যে অতীতের সরকারগুলো যদি দেশে জ্বালানি উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হত তাহলে কি এত জ্বালানি বিদেশ থেকে আনতে হত? আশ্চর্য ভাষণ। ভারত তার প্রয়োজনীয় ৯০ শতাংশ জ্বালানি বিদেশ থেকে আনতে বাধ্য হয়। কারণ এদেশে তেলের খনি নেই। বাইরে থেকে না আনতে হলে তাহলে দেশের মধ্যে তেলের খনি তৈরি করতে হয়। ইচ্ছেমতো দেশের মধ্যে তেলের খনি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সেটা জেনেও তাহলে প্রধানমন্ত্রী আগের সরকারগুলোর দিকে আঙুল তুললেন কেন? এই কথা বলার মধ্যে থেকে তিনি চাইছেন দেশে ইথানল তৈরির মধ্যে দিয়ে জ্বালানির বিকল্প খুঁজে নেওয়া। প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং হাইড্রোজেন ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। এইভাবে শক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাপান্তর ঘটানো এবং দেশে তৈল শোধনাগার বাডানো যাতে আরো বেশি তেল শোধন করে বাজারে সরবরাহ বাড়ানো যায়। এসব করতে তাহলে টাকা লাগবে? এক একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তার থেকে পেট্রোল ডিজেলের বিকল্প খুঁজতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা দরকার। সেটা এদেশের সরকার করবে? যারা লরি করে এফসিআই গোডাউনে গোডাউনে চাল গম গ্রুপকে, আগামী তিরিশ বছরের চুক্তিতে, তারা এইসব বিকল্প শক্তি উৎপাদনের জন্য যে প্রস্তাব ইতিমধ্যে রেখেছে তাতে বলা হয়েছে ভারতে আগামী দিনে গ্রিন ইকোনমি তৈরি করতে দেশি বিদেশি বেসরকারি পুঁজিনির্ভর শক্তি উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাবে। তাতে দেশে বিকল্প ভবালানির উৎস পাওয়া যাবে অনেক কম খরচ ও দূষণের মধ্যে দিয়ে। শিল্পমহলের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ খরচ কমবে অনেক, রফতানি বাড়বে একই কারণে। কিন্তু দেশের মানুষ কম দামে পাবে কি? বিকল্প পথে ভালানি কিনতে সরকারের খরচ কমবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কি দাম কমানো হবে?

গতকাল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশে ভালানি উৎপাদন বাড়লে মধ্যবিত্ত বাচত। এটা কি সত্যি কেন এই সংশয়? তাহলে আসুন দেখা যাক, এই সরকার কি করেছে। দিনের পর চাইতে সস্তা হয়ে গেছে, তকন এই মোদি বসিয়ে। তখন কোনো কারণ ছিল না, তাতেও দাম বাড়ানো হয়েছে। ছয় সাত মাস লকডাউন পর্বে দেশে তেল আমদানি একেবারে তলানিতে পৌছে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এতটাই কম হয়ে যায় যে, হাজার কোটি টাকার তেল শোধনাগারের মালিককেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম কমে যাওয়ায় আত্মহত্যা করতে হয়, আমেরিকায় তেল রাস্তায় ফেলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়, তখনও আমাদের দেশে তেলের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ানো হয়েছে। কারণ? কারণ একটাই, কেন্দ্র এবং রাজ্য, এই দেশের সকল সরকার জনগণের ঘাড় ভেঙে রোজগার করে সরকারের খরচ মেটাতে এই তেলকে করেছে অস্ত্র। তাই নর্জাতিক ক্ষেত্রে দাম কমলেও কখনো দেশের জনগণ তার সুফল পায় না। তখন পেট্রোল ডিজেলে করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে যদি কখনো করের পরিমাণ কমানো হয় না। ফলে আগে আন্তর্জাতিক দাম কমে যাওয়ার সময় যে কর চাপানো হয়েছিল সেটাও থেকে যায়। তারপর আবার নতুন করে বিদেশে তেল কেনার দাম বাড়লে সেটাও চাপানো হয়। জনগণকে ছিবড়ে করে এইভাবেই এই দেশে তেলের দাম ঠিক করা হয়।

আগের কংগ্রেস সরকার এভাবেই দাম বাড়িয়েছিল। এই বিজেপি সরকার আরো বেশি হারে দাম বাড়িয়ে চলেছে। কারণ আগে যেটা মনমোহন প্রণব চিদম্বরম করতেন সেটা হল আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে তখন আর সরকারের কর বাড়াতেন না। এই বিজেপি সরকার সেটাই করছে। বিদেশ থেকে তেল কেনার খরচ বাড়ছে দেখেও আগে চাপানো করের পরিমাণ কমানো তো দূরের কথা নতুন করে কর চাপিয়ে যাচ্ছে। তাই দাম উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এটা বাজারের নিয়মে তেল কেনার খরচ বেড়েছে বা অন্য কোনো খরচ বেড়েছে বলে দাম বাড়ছে তা তো নয়, তার চাইতে অনেক বেশি এই দাম বৃদ্ধি ঘটছে সরকারের নিজের ইচ্ছেতে। তারা কম কমালে এখনই দাম কমে যেতে পারে। সেটা কতটা?

দেখে নিন। একই দেশ থেকে একই আন্তর্জাতিক মূল্যে দেখুন সেই সব দেশে তেলের দাম কত! কারণ তারা দেশের মানুষকে নিংড়ে আয় করে সরকার চালায় না। সরকারের নিজস্ব সুত্রে আয় করার ব্যবস্থা আছে। আমাদেব দেশের সরকার

সেটা কমিয়ে ফেলেছে কর্পোরেট কর কমিয়ে ফেলে।কর্পোরেটের কর ছাড় দিয়ে তার ঘাটতি তুলছে পেট্রোল ডিজেল থেকে, এখন আবার সেস চাপিয়েছে সেই কর্পোরেটের হাতে দেশের কৃষি বাণিজ্য তুলে দিতে পরিকাঠামো গড়ার জন্য। নইলে যেটা করার কথা সেটা হল আন্তর্জাতিক দাম কমলে সরকারের হাতে বেঁচে যায় যে অর্থ তা দিয়ে একটা রিজার্ভ তহবিল তৈরি করা। সেটা করা হোক। তাহলেই তো দাম বাড়লে সেই রিজার্ভ মেটানো যায়। তাহলে জনগণ বাচে। আসলে যে দেশের সরকার জনগণের পকেট কেটে জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার নীতি নেয় সেই দেশে এটা হয়। রাষ্ট্রকরে। এদেশের সরকার কিছুই করবে না, শুধু চোখে ঠুলি পরে দাসত্ব করে সরকারের কথা লিখে ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখার জন্য মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাবে। তাই সরকার এভাবেই পায়, গুণাগার গোনে জনগণ।

এই কারণেই ব্যঙ্গ করে সুরন্মণ্যম স্বামী খোঁচা মেরে নরেন্দ্র মোদিকে বলেছিলেনন্ত সীতার দেশ নেপালে তেল সস্তা, রাবণের শ্রীলঙ্কাতেও তেলের দাম কম, শুধু রামের দেশেই তেলের দাম বেড়েই চলে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আনন্দলোকের পরমহংস

****প্রদীপ চক্রবর্তী****

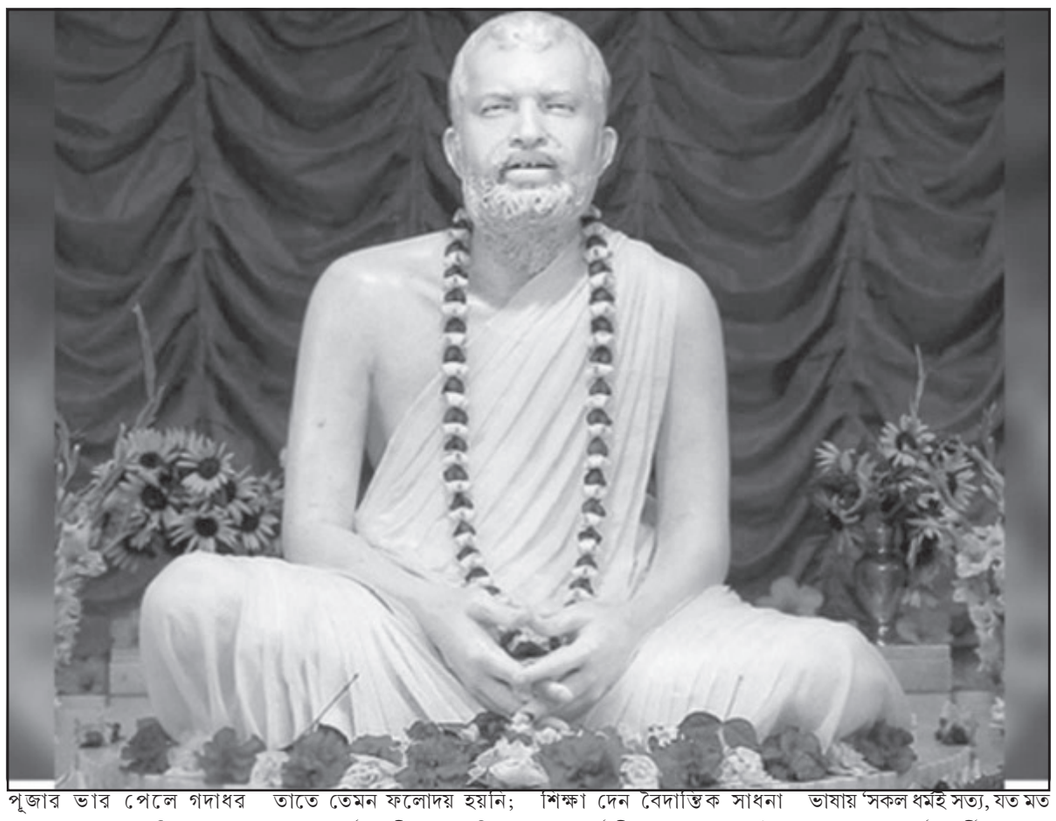

যত মত তত পথ।সর্বধর্ম সমন্বয়।এই ছিল মূল মন্ত্র।আবার তিনিই দেখিয়েছেন সবার মধ্যেই রয়েছে অনন্ত শক্তি।তাঁকে জাগিয়ে তুলতে হয়।আবার তিনিই বলেছেন বা প্রশ্ন করেছেন শিশু না কাঁদলে মা কি দুধ দেয়? বলছি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী দেবতা বিষ্ণুর অপর নামানুসারে পুত্রের নাম রাখেন গদাধর। এই গদাধরই পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এটি তাঁর আশ্রমী নাম।

বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা হলেও শিক্ষার প্রতি গদাধরের মনোযোগ ছিল না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরদিকে শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় দিব্যভাব। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি; কথিত আছে রামায়ণ-মহাভারতের পালা একবার শুনেই তিনি মুখস্থ আওড়াতে পারতেন। পিতার নিকট থেকে তিনি ধর্মীয় শ্লোক শিখেছিলেন; গ্রামের কথকদের নিকট থেকে শেখেন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী এবং পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের নিকট থেকে শেখেন ধর্মগীতি।

পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজ রামকুমার কলকাতার ঝামাপুকুরে নিজস্ব টোলে গদাধরের পড়ার ব্যবস্থা করেন। পরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামকুমার পূজার ভার পেলে গদাধর অগ্রজের সঙ্গে মন্দিরে স্থান পান। অল্পকাল পরে রামকুমারের মৃত্যু হলে পূজার দায়িত্ব পড়ে গদাধরের ওপর। এখানে কালীমূর্তির পূজায় ভক্তিগীতি গাওয়ার সময় তিনি প্রায়শই অচেতন হয়ে পড়তেন। কালক্রমে এখানেই কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন, যা অচিরেই তাঁকে 'আধ্যাত্মিক জননী' পদে উন্নীত করে। এভাবে গদাধর সর্বব্যাপিণী চৈতন্যরূপিণী দেবীর দর্শন লাভ করেন। সাধনমার্গ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে গদাধরকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়, কিন্তু তাতে তেমন ফলোদয় হয়নি; সাধনমার্গ ব্যতীত জাগতিক শিক্ষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

এতে তাঁর কালীসাধনার সুযোগ পান। তিনি দাবি করতেন, দেবী কালীর হাতেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয় এবং সকল দেবদেবীর একত্ব সম্পর্কে তিনি বিশ্বমাতার নিকট থেকে ধারণা লাভ করেন। তাঁর বারো বছরের তপস্যা জীবনে তিনি দুজন গুরুর দীক্ষা লাভ করেন। তাঁরা হলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী। ভৈরবী তাঁকে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং তোতাপুরী শিক্ষা দেন বৈদান্তিক সাধনা সম্পর্কে। দীক্ষা লাভের পর তাঁর নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

রামকৃষ্ণ শুধু হিন্দু ধর্মমতভিত্তিক সাধনায়ই আবদ্ধ থাকেননি, তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের আরাধনা পদ্ধতিকেও জানার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও যিশুখ্রিস্ট প্রবর্তিত ধর্মীয় ধারা পর্যবেক্ষণ করেন। এভাবে সমুদয় ধর্মসাধনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে সকল ধর্মেই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর উপলব্ধি। ধর্মসমূহের পথ ভিন্ন হলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ। তাঁর ভাষায় 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ ধর্মীয় মত ও পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক। তিনি প্রথাগত সন্ন্যাসীদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা তাঁদের মতো পোশাকও পরতেন না। এমনকি তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। ধর্মের কঠিন তত্ত্বকে সহজ করে বোঝাতেন তিনি। ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা- এই ছিল তাঁর দর্শন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) তাঁরই ধর্মীয় আদর্শ জগদ্বাসীকে শুনিয়ে গেছেন, যার ফলে রামকৃষ্ণের এই জীবসেবার আদর্শ অর্থাৎ মানবধর্ম আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

রামকৃষ্ণের উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শে মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতীয় আদর্শে ফিরে আসেন। তিনি যেমন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেতেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিকট আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

রামকৃষ্ণের সাধনাস্থান দক্ষিণেশ্বর এখন অন্যতম তীর্থস্থান। তাঁর মতে ঈশ্বরলাভ জীবনের পরম উদ্দেশ্য। আর এজন্য গভীর নিষ্ঠা নিয়ে সাধনা করতে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নামক গ্রন্থে তাঁর উপদেশাবলি বিধৃত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ফরাসি মনীষী রমাঁরলাঁ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এক বৃহদাকার জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর অপর একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ।

রামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একদল নিবেদিত তরুণ সন্ন্যাসী রেখে যান, যাঁরা পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ মতবাদ' গড়ে তোলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিবেকানন্দ স্বয়ং।

"ভাঙা পায়েই আবার নবান্ন দখল হবে": হুঙ্কার অভিষেকের

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি. স.) : কিছুদিন আগেই নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মমতাকে। আঘাত লাগায় বর্তমানে হুইল চেয়ারে করে ঘুরতে হচ্ছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। আর তারপরেই আজ রবিবার নন্দীগ্রাম দিবসে "ভাঙা পায়েই আবার নবান্ন দখল হবে" মেয়ো রোড থেকে হুঙ্কার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নন্দীগ্রাম দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু করে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। মিছিল শুরুর আগে চ্যালেঞ্জে ছুড়ে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেন, "যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ করে তাঁকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির একাংশ করেছে তাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আমরা শান্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে লড়াইয়ের ময়দানে আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমরা ভোটের ময়দানে ছিলাম আছি থাকব। নেত্রীর উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। ভাঙা পায়েই লড়াই হবে। ভাঙা পায়েই আবার নবান্ন দখল হবে"।

সংশোধন...আরও পাঁচ বছর সময় পেলে অসমকে বিদেশিমুক্ত ও বন্যা সমস্যার সমাধান, মার্ঘেরিটায় অমিত শাহের প্রতিশ্রুতি

মার্ঘেরিটা (অসম), ১৪ মার্চ (হি.স.) : "আমাদের আরও পাঁচটি বছর দিন, অসমকে বিদেশিমুক্ত করে দেব, সমাধান করে দেব বন্যার মতো জ্বলন্ত সমস্যা।" রবিবার উজান অসমের মার্ঘেরিটায় নির্বাচনি সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আগামী ২৭ মার্চ অসমে প্রথম দফায় নির্বাচন। হাতে সময় নেই। তাই প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনি অভিযান তীব্রতর করে তুলেছে। এর মধ্যে বিজেপির আগ্রাসী প্রচারাভিযানে দিশাহারা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট সহ অন্যরা। গতকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তিনটি প্রচার অভিযানে উদাত্ত ভাষণ দিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনতাকে তাঁতিয়ে গেছেন। আজ ফের এসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এসেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁরা পৃথক পৃথক নির্বাচনি সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দুর্গা চৌমহনিতে মিনি ট্রাক শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ছবি- নিজস্ব।

মৈথিলী কবি সম্মেলনে ভাববিভোর হলেন শ্রোতারা

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): গত দুই দশক ধরে কলকাতা মহানগরীতে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সেবা কাজে নিযুক্ত মৈথিলি ভাষীদের সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের সাহিত্য পরিকল্পনায় রবিবার হাতিয়াড়ার বিদ্যাপতি সদনে মৈথিলী কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিদ্যাপতি রচিত জয় জয় ভৈরবী গানের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরোর প্রধান সন্তোষ মধুপ। এ উপলক্ষে তিনি ভাষা-সাহিত্যের উত্থানে প্রবাসীদের ভূমিকা তুলে ধরেন। বরিষ্ঠ সাংবাদিক মধুপ বলেন যে, প্রত্যেক সময়ের নিজস্ব নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ভিত্তি রয়েছে। এ জাতীয় সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৈথিল সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি আরও জোরদার ও সমৃদ্ধ হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, মিথিলার প্রাণকেন্দ্র মধুবনী থেকে আগত কবি বশিষ্ঠ কুমার ঝা মিথিলা সেবা ট্রাস্টের কাজের প্রশংসা করেছেন এবং কলকাতাকে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক তীর্থ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমা কান্ত ঝা এই জাতীয় অনুষ্ঠানের তাতর্যকে তুলে ধরে এই ট্রাস্টের বিস্তৃত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলেন।

মিথিমিডিয়ার পদাবলী প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত কবি সম্মেলনে বিনয় ভূষণ, মিথিলেশ কুমার ঝা, বিজয় ইসার, অশোক ভোলি, রঞ্জিত পাণ্ডু, কিরণ ঝা, হিমাদ্রী মিশ্র সহ অনেক বিশিষ্ট কবি তাঁদের কবিতা পাঠ করে উপস্থিত সকলকে ভাববিভোর করে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তরুণ সাহিত্যিক রুপেশ তায়ানথ। অনুষ্ঠানে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দিলীপ ঝা।

ভোটের আগে সীমান্তে বাড়ছে বিএসএফের নজরদারি, বসানো হচ্ছে সিসি ক্যামেরা

নদিয়া, ১৪ মার্চ (হি.স.): শিয়রে বিধানসভা ভোট। তাই সীমান্তে নজরদারি বাড়াচ্ছে বিএসএফ। বর্তমান পরিস্থিতিতে নদিয়া জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সব জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সন্দেহজনক এলাকায় লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। নাইট ভিশন ক্যামেরায় চলছে নজরদারি।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নদিয়া জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সব জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিষ্টুগঞ্জ গ্রামে ভারতীয় ভূখণ্ডে কাঁটাতারের ওপারে ৭১টি পরিবার বসবাস করে, সেখানকার বাসিন্দাদের পরিচয়পত্র জমা রেখে নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াত করতে হয়। সেই সময় বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে যাতে কেউ এপার-ওপার করতে না পারে, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, সীমান্তে জওয়ানরা নামমাত্র তল্লাশি করে ছেড়ে দেন। সেই সব দিক বিবেচনা করে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যার সমস্তটাই অপারেট করা হচ্ছে বিষ্টুগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্প থেকে। পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গায় ক্যামেরা বসানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তেহট্ট সীমান্তের বাসিন্দারা বলেন, বর্ডার এলাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের নজরদারি আগের থেকে বেড়ে গিয়েছে। কাঁটাতারের ওপারে চাষের কাজ করতে গেলে ভোটার বা আধার কার্ড জমা রাখার পরে দেহ তল্লাশি করা হচ্ছে। দেশের নিরাপত্তার কারণে বিএসএফের এই কড়াকড়ির প্রয়োজন আছে। তা না হলে বাংলাদেশ হয়ে কোনও জঙ্গি সীমান্ত পার হয়ে এদেশে চলে এসে নাশকতা ঘটাতে পারে। তাতে দেশের বিপদ বাড়বে। সীমান্ত এলাকার অন্যান্যরাও একই কথা বলছেন। তাঁদের কথায়, এখন সীমান্তে যেরকম নজরদারি চলছে, এই সময় সীমান্ত দিয়েও কোনও বাংলাদেশি বা জঙ্গি কাঁটাতারের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। রাতদিন সীমান্তে অতিরিক্ত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বেতাই-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জিত পোদ্দার বলেন, সীমান্তে সিসি ক্যামেরা লাগানো বিএসএফের একটি ভালো উদ্যোগ, এর ফলে চোরাচালান যেমন বন্ধ হবে তেমনই কোনও ভিনদেশীরা নজর এড়িয়ে ভারতে ঢুকে নাশকতা চালাতে পারবে না। এই ক্যামেরার নজরদারি আমাদের এবং দেশের সকলের নিরাপত্তার জন্য ভালো উদ্যোগ।

বিষ্টুগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি কমান্ডার ধর্মেন্দ্র ত্রিপাঠী জানান, আসন্ন বিধানসভা ভোট উপলক্ষে সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এত নিরাপত্তা সত্ত্বেও যাতে কেউ কোনওভাবেই সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে আসতে না পারে, তা দেখার জন্য সীমান্তে বাড়তি সতর্ক ও নজর রাখতে বলা হয়েছে জওয়ানদের।

করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় : শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। দেশের যে সমস্ত রাজ্যে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশও রয়েছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, 'করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।'

রবিবার সকালে ভোপালে মুখ্যমন্ত্রী ভবনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'সংক্রমণ বৃদ্ধি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। আমি আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই না। কিন্তু, জনগণকে সতর্ক হতে হবে। অন্যথায় যেখানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে নৈশ কারফিউ লাগু করতে বাধ্য হব আমরা।

টিকাকরণ নিয়েও এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধনের সঙ্গে কথা বলেছেন শিবরাজ সিং চৌহান। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর শিবরাজ জানিয়েছেন, 'পুরোদমে চলছে কোভিড-১৯ টিকাকরণ। ৮১ লক্ষ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ প্রয়োজন আমাদের এবং আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি ১৮,৮৪,০০০ ডোজ। খুব শীঘ্রই বাকি ডোজ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।'

অন্ধ্রপ্রদেশে অটোরিক্সায় ধাক্কা লরির

কৃষ্ণা (অন্ধ্রপ্রদেশ), ১৪ মার্চ (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিক্সায় ধাক্কা মারল একটি লরি। রবিবার ভোরের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও আরও ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার ভোর চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণা জেলার গোল্লাপল্লি গ্রামের কাছে। আহতদের মধ্যে ৩ জনকে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, বাকি ৩ জন বিজওয়াড়ার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় ঘাতক লরির চালক। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নুজভিদ গ্রামীণ সার্কেল ইন্সপেক্টর ভেঙ্কটা নারায়ণা জানিয়েছেন, রবিবার ভোর চারটে নাগাদ গোল্লাপল্লি গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই অটোরিক্সায় ধাক্কা মারে একটি লরি।

চালক-সহ অটোতে মোট ১২ জন ছিলেন। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালক-সহ ৬ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় ৬ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সার্কেল ইন্সপেক্টর ভেঙ্কটা নারায়ণা জানিয়েছেন, আহত ৬ জনের মধ্যে ৩ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। তাঁদের বিজওয়াড়ার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতরা নুজভিদ মণ্ডলের লিওন তান্ডা গ্রামের বাসিন্দা, প্রত্যেকেই পেশায় কুলি।

কৃষকরা আমাদের গর্ব, বঙ্গ সরকার তাঁদের বিকাশের জন্য কাজ করছে : মমতা

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): কৃষকদের সার্বিক কল্যাণ ও বিকাশের জন্য কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার। জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, 'কৃষকরা আমাদের গর্ব।' রবিবার "নন্দীগ্রাম দিবস" উপলক্ষ্যে মোট তিনটি টুইট করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম টুইটে মমতা লিখেছেন, '২০০৭ সালের এই দিন নন্দীগ্রামে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল নিরপরাধ মানুষকে। বহু দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাজ্যের ইতিহাসে অন্ধকারতম অধ্যায় ছিল। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা।' দ্বিতীয় টুইট মমতা লিখেছেন, 'নন্দীগ্রামে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণে প্রতিবছরের ১৪ মার্চ কৃষক দিবস হিসেবে পালন করি আমরা। কৃষকরা আমাদের গর্ব এবং আমাদের সরকার কৃষকদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করছে।'

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা কেন নন্দীগ্রাম আসন থেকে লড়ছেন তৃণমূল নেত্রী তা নিজেই জানিয়েছেন। ক্রটি টুইটে মমতা লিখেছেন, 'নন্দীগ্রামে আমার ভাই ও বোনেদের শ্রদ্ধা ও উৎসাহকে সম্মান জানিয়ে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঐতিহাসিক স্থান নন্দীগ্রাম থেকে লড়ছি। শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের।'

উল্লেখ্য, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে যে জমি আন্দোলনকে হাতিয়ার করে মমতা দলকে ক্ষমতায় এনেছিলেন, সেই আন্দোলন চরমে পৌঁছয় ১৪ মার্চ। নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে জমিরক্ষা আন্দোলনের সময় ২০০৭ সালের ওই দিনই পুলিশি অভিযানে ১৪ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ২০১২ সালের ১৪ মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতার উপস্থিতিতে নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ দিবস পালিত হয়। সেই থেকে নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ মার্চ রাজ্য জুড়ে নন্দীগ্রাম দিবস পালন করে তৃণমূল-সহ বিভিন্ন সংগঠন।

ফের পিছিয়ে গেল, রবিবার প্রকাশিত হচ্ছে না তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): ফের পিছিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ। প্রথমে ঠিক হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার। কিন্তু, গত বুধবার সন্ধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন পায়ে আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ পা, মাথা এবং কপালে চোট লাগে। তাই গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়নি তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার। তারপর ঠিক হয় নন্দীগ্রাম দিবসের দিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ (রবিবার) প্রকাশিত হবে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার। কিন্তু, রবিবার সকালে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৪ মার্চ প্রকাশিত হবে না তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার। তাহলে কবে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হবে? তৃণমূল জানিয়েছে, পরবর্তী তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে।

গত বুধবার নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন সন্ধ্যায় বিরুলিয়া বাজারে উৎসুক জনতার সঙ্গে কথা বলার সময় পায়ে আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী। তাই গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়নি তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার, ঠিক হয়েছিল নন্দীগ্রাম দিবসের দিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত করা হবে। কিন্তু, এদিনও প্রকাশিত হল না তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার।

ভোটের প্রচারে সোমবার ঝাড়গ্রামে আসছেন অমিত শাহ, তুঙ্গে সভার প্রস্তুতি

ঝাড়গ্রাম, ১৪ মার্চ (হি.স.): ঝাড়গ্রাম জেলার চার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়ে সোমবার প্রচারে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে জোরকদমে প্রচার ও অমিত শাহর সভার প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। এদিন রবিবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুখময় শতপথী, বিনপুর প্রার্থী পাহালান সরেন, গোপীবল্লভপুরের প্রার্থী সঞ্জিত মাহাত ও নয়াগ্রামের প্রার্থীও ভোট জোরকদমে ভোট প্রচার করছেন।

সোমবার ঝাড়গ্রাম জামদা সার্কাস ময়দানে সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিজেপির এই সভায় ষাট হাজার লোক হবে বলে দাবি বিজেপির। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত ভোট থেকে বিজেপি উত্থান শুরু হয় ঝাড়গ্রাম জেলায়। তারপর লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রটি দখল করে। তাই বিধানসভা ভোটে বিজেপির নেতাকর্মীদের মনোবল একেবারে চাঙ্গা রয়েছে। তবে লোকসভা ভোটের পর অনেকটাই বদলেছে রাজনৈতিক সমীকরণ। আর শাসক দলের ভাঙ্গা ঘর অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছে। যার ফলে একের পর এক বিজেপি সভায় লোকজন দেখা যায়নি। এমনকি লালগড়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সভা একেবারে ফ্লপ হয়েছে। তাই এখন দেখার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভায় এখন কত লোক হবে সেটাই দেখার।

যদিও তৃণমূলের দাবি বিজেপি বাইরের থেকে লোক নিয়ে না এলে ঝাড়গ্রামের মানুষ আসবেন না। অন্যদিকে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে একের পর সভা করবেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতামন্ত্রীরা। আগামী ১৭ মার্চ ঝাড়গ্রামের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে গোপীবল্লভপুর ও লালগড়ে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ১৯ মার্চ বিনপুর বিধানসভার পড়িহাটিতে সভা করবেন রাজ্য যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সব মিলিয়ে শাসক ও শাসক বিরোধী বিজেপি সহ অন্যান্য দল গুলিও ভোট প্রচার করছেন জোরকদমে। জঙ্গলমহলের এক ইঞ্চি জমি কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ। এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তুফান মাহাত বলেন, ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজকলেজের হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে নামবেন। তার সেখান থেকে সোজা সভাস্থলে আসবেন। সভার সব রকমের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রায় ষট হাজার মানুষের উপস্থিত হবে।'

আমেরিকায় করোনা-সংক্রমণ বাড়ছেই, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,০৩৭ জনের

ওয়াশিংটন, ১৪ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক মৃত্যু বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, সংক্রমণও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,০৩৭ জনের। পাশাপাশি বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩০,০৪৩,৬৬২-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬০৫ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮ হাজার ৮০৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১,০৩৭ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,০৪৩,৬৬২-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২২,১০৮,৫৯৬ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৯৪০ জনের ব্রাজিলে ভয় বাড়াচ্ছে করোনা!

রিও ডি জেনেইরো, ১৪ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১ হাজার ৯৪০ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭০,৯৩৪ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৭৭ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৯৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ২১৬-তে পৌঁছেছে।

সংক্রমণ প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭০,৯৩৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,৪৩৯,২৫০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১০,০৩৬,৯৪৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১২৫,০৮৭ জন।

মুম্বই পুলিশকে বারবার হতাশ করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৪ মার্চ (হি.স.): জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। সঞ্জয় রাউতের মতে, মুম্বই পুলিশকে বারবার হতাশ করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। মহারাষ্ট্রে অস্থিরতা তৈরি করছে এবং মুম্বই পুলিশ ও প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানির বাড়ির কাছে গাড়িতে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় মুম্বই পুলিশের এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞ সচিন ভাজেকে এনআইএ গ্রেফতার করার পর রবিবার এই মন্তব্য করেছেন সঞ্জয় রাউত।

শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত এদিন বলেছেন, 'আমরা এনআইএ-কে সম্মান করি কিন্তু আমাদের পুলিশও এই কাজ করতেই পারত। মুম্বই পুলিশ এবং এটিএস যথেষ্ট সম্মানিত, কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বারবার মুম্বইয়ে ঢুকে পড়ছে এবং মুম্বই পুলিশকে হতাশ করছে-রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করছে এবং মুম্বই পুলিশ ও প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।' ধৃত পুলিশ কর্তা সম্পর্কে রাউত বলেছেন, 'আমি মনে করি সচিন ভাজে ভীষণ সৎ এবং দক্ষ অফিসার। জিলেটিন স্টিক উদ্ধারের ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। মুম্বই পুলিশের দায়িত্ব তদন্ত করা, কোনও কেন্দ্রীয় টিমের প্রয়োজন নেই।'

নন্দীগ্রামে শহিদ বেদীতে মাল্যদান ব্রাত্য বসু-দোলা সেনের

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি. স.) : নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারই মাঝে আজ রবিবার ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম দিবস। আর তাই নন্দীগ্রাম দিবসে নন্দীগ্রামে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করলেন ব্রাত্য বসু, দোলা সেনরা।

প্রতিবছরই তৃণমূল ১৪ মার্চ দিনটিকে নন্দীগ্রাম দিবস হিসাবে পালন করে। কিন্তু এদিন নন্দীগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে সোনাচূড়ার শহিদ মিনারের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শুভেন্দু অধিকারীর পৌঁছনোর আগে বিশ্বাসঘাতক পোস্টার লাগিয়ে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অন্যদিকে নন্দীগ্রামের শহিদ বেদীতে মাল্যদান করে তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। মাল্যদান করলেন দোলা সেন, ব্রাত্য বসু, শুভাপ্রসন্ন, শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের। মাল্যদানের পর ব্রাত্য বসু বলেন, "এই দিনটা ইতিহাসে ঢুকে পড়া এক দিন। শহিদের ঐতিহকে বহন করে এই দিন। ১৪ বছর পর আজও এই দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ"।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পরিষ্কার ত্বক পেতে চান সকালে উঠেই এগুলো

টিভির সুন্দরী অভিনেত্রী বা মডেলদের মতো ত্বক বা চেহারা কে না চায়? কিন্তু সবাই পায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারাই এর জন্যে দায়ী। তবে আমরা হয়তো ভাবি যে সুন্দর প্রোডাক্ট ব্যবহার করলেই ত্বকের জেল্লা ফুটে উঠবে। আসলে ত্বক যতক্ষণ না ভেতর থেকে উজ্জ্বল হচ্ছে ততক্ষণ তার উজ্জ্বলতা আপনি বুঝবেন না। এই বিশেষ জেল্লা আসবে একমাত্র খাদ্য পন্থা নিয়ন্ত্রণ করলেই। টুকটাক কিছু বদলই একদিন আপনাকে বিশাল পরিবর্তন এনে দেবে। এই পরিবর্তন আনতে গেলে সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস অবশ্যই রাখতে হবে আপনাকে। তাই পেট পরিষ্কার রাখতে এই হেলথ ড্রিঙ্কসগুলো পান করতে ভুলবেন না সকালে উঠেই।

১. মধু-লেবুর জল: ঈষদুষ্ণ গরম হলে ২ চামচ মধু ও এক টেবিল চামচ লেবুর রস মেশান। এটি শরীরের যাবতীয় একটি-অক্সিডেন্ট বের করে শরীরকে তাজা করতে সাহায্য করে। আবার ওজন কমাতেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করলে চলবে না। মধু ত্বককে আদ্র রাখে। আবার লেবুতে ভিটামিন সি আছে যা ত্বককে পুনরুজ্জীবন দান করতে পারে।

মায়ের কাছ থেকেই বুদ্ধিমত্তা পায় শিশু: গবেষণা

সন্তান পৃথিবীতে আসার আগে মা যেমন অপেক্ষায় থাকেন, তেমনি অপেক্ষায় থাকে তার পরিবার। নতুন অতিথি দেখার জন্য সবার আগ্রহ অনেক বেশি থাকে। বিশেষ করে শিশুটি দেখতে কেমন হবে। চোখ, নাক, মুখের গড়ন মায়ের মতো নাকি বাবার মতো এই নিয়ে চলে আলোচনা। শিশু যখন বড় হয় তখন সে সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় তার মায়ের সঙ্গে। এ সময় একটু একটু করে বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। অনেকেই বলবে বাবার মতো মেধাবী হয়েছে বা মায়ের মতো বুদ্ধিমতি হয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মায়ের কাছ থেকেই বুদ্ধিমত্তা পায় শিশু। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের গবেষণায় গবেষকরা বলেন, শিশুর দেহে বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টিকারী জিন মায়ের কাছ থেকেই আসে। গবেষকেরা জানান, মানবদেহের 'এক্স' ক্রোমোজোমের মাঝেই থাকে বুদ্ধিমত্তার জিন। ভ্রুণ গঠনের সময় নারীদেহের 'এক্স' ও 'এক্স' ক্রোমোজোম থেকে একটি এবং পুরুষের দেহের 'এক্স' ও 'ওয়াই' ক্রোমোজোম থেকে একটি করে মোট দুটি ক্রোমোজোম নেয়া হয়। যেহেতু এক্স ক্রোমোজোম নারীদেহে দুটি করে এবং পুরুষের মাঝে একটি করে থাকে, সেহেতু বাবার তুলনায় মায়ের কাছ থেকে সন্তানের মাঝে বুদ্ধিমত্তা যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, উন্নততর যে অবধারণগত বৈশিষ্ট্যগুলো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান পায় তা কাজে লাগে না। তবে মানবদেহ থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলোর কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়া হয়। 'কন্ডিশনড জিন' (নামের এক ধরণের বিশেষ অবস্থাভিত্তিক জিনের শ্রেণি রয়েছে। এর কোনোটা শুধু মায়ের কাছ থেকে সন্তানের দেহে যোগ হলে সক্রিয় হয়। কোনোটা আবার কাজ করে যদি সেটি বাবার কাছ থেকে আসে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিশুর বুদ্ধিমত্তার কন্ডিশনড জিনগুলো শুধু মায়ের কাছ থেকে দেহে এলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। নইলে নিষ্ক্রিয় থাকে। গবেষণাগারে জেনেটিক নিয়ন্ত্রণে জন্ম দেয়া ইঁদুরের ওপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়। তাদের মস্তিষ্ক বড় করতে মায়ের বাড়তি জিন প্রয়োগ করা হয়। তাদের দেহের আকারও ছোট রাখার পরিকল্পনা করা হয়। যে ইঁদুরের মাঝে বাবার বাড়তি জিন দেয়া হয় তাদের মস্তিষ্ক ছোট আকারে এবং দেহ বড় আকারের হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেন, ইঁদুরের মস্তিষ্কের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাবা ও মায়ের জিন কার্যকর হয়। বাবার জিন দেহের লিম্বিক সিস্টেমে কাজ করে। এই অংশটি সেক্স, খাবার ও আগ্রাসী মানসিকতা তৈরিতে কাজ করে। বিজ্ঞানীরা সেলেব্রাল কর্টেক্সে বাবার কোনো জিন খুঁজে পাননি। এই অংশে কগনিটিভ ফাংশনের অধিকাংশটুকু কাজ করে। কারণ দর্শন, চিন্তাশক্তি, ভাষা এবং পরিকল্পনা তৈরির সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত। গবেষণায় এটিও বলা হয়েছে, জিনতত্ত্বই মানুষের বুদ্ধিমত্তার একমাত্র নির্ধারক নয়। বুদ্ধিমত্তার ৪০-৬০ শতাংশ আসে বংশানুক্রমে। বাকিটুকু আসে পরিবেশ থেকে।

শরীর ফিট রাখতে ছাড়ুন বাইক, সাইকেল চালানোর অভ্যাস করুন

সুস্বাস্থ্য ও নিরোগ শরীর কে না চায়। কিন্তু শুধু তা চাইলেই তো হবে না, সুস্থ শরীর পেতে গেলে আজই আপনাকে নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দেও বদল আনতে হবে। আজকের দুনিয়ায় স্বল্প যাত্রার পথে যেতেও অনেকেই বাইকেই বেশি স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এতে ব্যয়ও যেমন বেশি, তেমনি শরীরেরও দফারফা। তাছাড়াও ঝুঁকি তো রয়েছেই। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শরীর ফিট রাখতে কম দূরত্বের পথ যেতে বাইক ছাড়ুন। বদলে সঙ্গী করুন সাইকেলকে। দু'চাকার এই যান পরিবেশবান্ধব তো বটেই তেমনি এটি আপনার শরীরেও যথাসাধ্য খেয়াল রাখবে।

স্বল্প দূরত্বের বাহন গ্রাম থেকে

শহরসব জায়গাতেই একটা সময় সাইকেল ব্যবহৃত হতো। তবে বর্তমান সময়ে অনেকেই কম পথ যেতেও বাইক বা অন্য যানেই ভরসা রাখছেন। তা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই শরীরের নানা ক্ষতি ডেকে আনছেন। তাই এবার নজর বদলান। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে আজই ঘরে আনুন সাইকেল। সাইকেল চালানোর স্বাস্থ্যগত কিছু উপকারের কথা বিস্তারিতভাবে জানানো হল।মানবস্বাস্থ্য এবং শারীরিক দক্ষতা বাড়াতে সাইক্লিংয়ের জুড়ি নেই। সাইকেল চালানোর সময় আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ মাংসপেশিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় কাজে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে, পেশির গঠন দৃঢ় হয়। অন্য অনেক খেলাধুলার তুলনায় সাইক্লিংয়ে তেমন কোনও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ মানুষই সহজেই সাইকেল চালাতে পারেন। একবার এটি শিখে ফেলতে পারলে সারা জীবনেও ভুলবেন না। অনেক ব্যায়াম বা শারীরিক অনুশীলনের চেয়েও সাইকেল চালানো অনেক সহজ।

সাইকেল আপনার শরীরে গঠন ঠিক রাখে। নিয়মিত সাইক্লিংয়ে আপনার সাধের শরীরে মেদ জমবে না। শারীরিক কার্যক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবেই যা আপনাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত সাইকেল চালালে আপনার শরীরের রক্ত সংবহন পদ্ধতি ঠিক থাকে। শরীরের প্রতিটি অংশে প্রয়োনজনীয় রক্ত স্বাভাবিক গতিতে পৌঁছতে পারে। যা আপনাকে অনেক কঠিন রোগ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। সাইকেল চালানোর অভ্যাস আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখবে। তাই আর দেরি নয়। নিজেকে ও পরিবারের অন্যদেরও সাইকেল চালাতে উৎসাহ দিন। দেখবেন, দ্রুত ফল পাবেন।

চুল-ত্বক-নখ থেকে রঙ ছাড়ানোর সহজ ঘরোয়া উপায়

বসন্তের রঙ মনে লেগে থাকুক চিরকাল। কিন্তু মুখের ওপর লাল, নীল, হলুদ নিয়ে কতদিন চলবেন? নখের ভিতরেও জমে রঙ, চুল ভেজালেই রঙিন হচ্ছে সাদা জামাকাপড়। যেমন ছিলেন তেমন হতে ঘরোয়া টিপস শুধুমাত্র চুল, ত্বক, নখের জন্য।

চুলের জন্য

দুই চা-চামচ কাস্টর তেল, এক চা চামচ অ্যাপেল সাইডার ও ভিনিগার, সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করুন। ভালো করে স্কাল্পে সেই মিশ্রণ লাগিয়ে ৫ মিনিট পর্যন্ত লাইট ম্যাসেজ করুন। 'ভেজা নয়', শুকনো টাওয়াল দিয়ে অন্তত আধ ঘন্টা মাথাটাকে ভাল করে জড়িয়ে রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। স্কিন কেয়ার পাকা পেঁপে থেকে পরিমাণ মত পেঁপে নিন। ৪ চা চামচ ময়দা, এক চা-চামচ লেবুর রস, নারকেল তেলআর দু চা চামচ দই দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করুন। মুখে ও শরীরে ওই মিশ্রণ মেখে নিন। তারপর আসতে আসতে মুখ ও শরীর ধুয়ে নিন। মুখে বেশি করে জল অবশ্যই দেবেন।

নখের যত্নপ্রথমেই ঠান্ডা জলে নখ ধুয়ে ফেলুন। এরপর দুই চা চামচ অ্যালমড ও ভিনিগার অথবা লেবুর রস দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করুন। তারপর তা নখে লাগিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। তারপর নখ ধুয়ে ফেলুন।

যারা রাত জাগেন তাদের জন্যে এই যোগা টিপসগুলি কার্যকর

আজকাল ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচারে বাড়ির কাজ আর অফিসের চাপে অনেক কর্মীরাই সারারাত জেগে কাজ করেন। কিন্তু শরীর চনমনে ও তরতাজা রাখতে ভরপুর ঘুমটাও দরকার। তবে মানসিক আর শারীরিক সুস্থতা দুটোই সমানভাবে দরকার সুস্থ জীবনযাপন করতে গেলে। সেক্ষেত্রে যারা রাত জাগেন তাদের জীবনযাত্রায় তুমুল ফারাক আসে যা কাম্য নয়। এর কুপ্রভাব পড়ে শরীরে ও মনে। অবসাদ, ওজন বাড়া এমন অনেক সমস্যা আসতে থাকে। শরীরচর্চা, বেশিরভাগ সময় স্ক্রিনে কাটানো, ঘুমের অসময়ের ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। কয়েকটা সহজ টিপস মেনে চললে জীবনযাপন যেমন সহজ হবে তেমনই মাথাও থাকবে ঠান্ডা।

১. যোগ নিদ্রা: এটি খুব শক্তিশালী একপ্রকার মেডিটেশন যেখানে শোওয়ার মতোই অবস্থানে আপনাকে যোগাভ্যাস করতে হয়। মস্তিস্ক ও শরীর দুই সজাগ থাকে এতে। যারা রাত জাগেন তারা কাজের ফাঁকে ২০ থেকে ৩০ মিনিট এই যোগাটি করতে পারেন। এতে ক্লান্তি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের কাজের শক্তি পাওয়া যায়। দুপুর ৪টের আগে বা শোওয়ার আগে এটা করাটা সবথেকে কার্যকরী।

২. সূর্য নমস্কার: এটা অবশ্যই আপনাকে সকালে করতে হবে সূর্যের দিকে মুখ করে। নমস্কার করার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বা পদ্মাসনে বসে আপনি করুন এই যোগা। এতে আমাদের শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি যেমন পাই আমরা তেমনই আবার খোলা বাতাস গায়ে লাগে বলে মনটাও তরতাজা থাকে। এতে আমাদের মস্তিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. প্রাণায়াম: এতে আপনাকে পেটের ভেতর থেকে প্রশ্বাস নিতে ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। ফলে পাকস্থলী ও অন্যান্য যন্ত্র শক্তিশালী হয়। "ওম" শব্দ উচ্চারণ করে করলে তা আরো ফলপ্রসু। কারণ এতে নাভি থেকে আওয়াজ বেরোনোর ফলে সজাগ হয় ওঠে সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

৪. মেডিটেশন: এতে হরমোনের নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে যায় যার ফলে ভালো ঘুম আসে। আপনাকে মন দিয়ে যে কোনো একটা বিষয়ে ভাবতে হবে। মোটামুটি ৫ মিনিট এমন করলে দেখবেন আপনার মাথা ঠান্ডা ও নতুন করে কাজ করার শক্তিও পাচ্ছেন।

ভালোবাসা কেন হয়?

বাধা পেলে আরও ঘনীভূত হতে থাকে ভালোবাসার তেজ। এতে যেমন রয়েছে আবেগের ভূমিকা, তেমনি রয়েছে হরমোনসহ অনেক রাসায়নিক উপাদানের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গোপন চাল। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রেম-রোমান্সের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে থাকে কামের নেশা। এজন্য ভালোবাসার ব্যবচ্ছেদ ও রসায়ন জানা জরুরি। অন্তর্গত রাসায়নিক পরিবর্তন আমাদের চিত্তে ঝলসে ওঠে, পাল্টে দেয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। নেশা ও কাম তাই একই মুদ্রার দুই পিঠ। তখন সবকিছু আর আবেগের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাসায়নিক উপাদানের সুতীব্র টানে খুলে যায় আদিম খোলস। এমন একটি উপাদান হচ্ছে ইস্ট্রোজেন হরমোন। এটিকে স্ত্রী হরমোন বলা হয়। আর একটি হচ্ছে টেস্টোস্টেরন বা পুরুষ হরমোন। নারী-পুরুষের শারীরিক গড়ন নির্ভর করে এ দুটি হরমোনের আনুপাতিক হারের ওপর। শারীরিক গড়ন, কাম-তৃষ্ণা ছাড়াও রোমান্টিক আবেগ-অনুভূতির সঙ্গেও রয়েছে ইস্টোজেন এবং টেস্টোস্টেরনের গোপন খেলা। রাসায়নিক উপাদানের বিক্রিয়ার ফলে প্রেম-ভালোবাসা এবং মানবিক তীব্র আবেগীয় অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। মূলত দুজন মানব-মানবী দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার কারণে একটি অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে যান। এ বাঁধনে শক্ত গিঁট এঁটে দেয় এন্ডোরফিনস নামক রাসায়নিক উপাদান এবং অক্সিটোসিন নামক হরমোন। এন্ডোরফিনস দুজনার মাঝে শান্ত- সৌম্য নিরাপত্তার অনুভূতি জাগায়, উন্মাতাল ঢেউ জাগায় না। প্রধানত উত্তাল অনুভূতি তৈরি হয় কম বয়সী প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে। কম বয়সের প্রেম দ্রুত মিলিয়ে গেলেও নিঃশেষ হয়ে যায় না। এদের প্রেম পাত্র থেকে পাত্রে সঞ্চারিত হয়। নতুন মুখ, নতুন চোখ, নততুন হাসি তুমুল উদ্দীপনায় আবার ব্রেনকে উদ্দীপ্ত করে, নতুন করেই সমান মাত্রায় প্রিয় পদার্থের নিঃসরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। নতুন প্রেমের জোয়ার পূর্ণোদ্যমে আবার চলে আসে এভাবেই। পক্ষান্তরে এন্ডোরফিনসের কারণে ভালোবাসায় স্থিতি আসে বিধায় প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অনেক ভুল-ত্রুটি সয়ে নিতে পারে। হট করে এদের ভালোবাসা চলে যায় না, বরং বদলায় না। গবেষণায় দেখা গেছে, অব্যাহত অকৃত্রিম দেহমিলনের ফলে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান দেহের ভিতর উৎপাদিত হয়। অক্সিটোসিন তখন এন্ডোরফিনসের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। এন্ডোরফিনস মনকে শান্ত করে, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করে। বিজ্ঞানীরা এ রাসায়নিক উপাদানকে মাদক জাতীয় নির্ভরতা বলে চিহ্নিত করেছেন। মাদকদ্রব্য যত বেশি নেওয়া হয় তত নেশা গাঢ় হয়, নির্ভরশীলতা ততই বেড়ে যায়। দেহমিলনও অনেকটা সে রকম। এ জন্যই অব্যাহত দেহমিলনকে দাম্পত্য বন্ধনের চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছেন অনেক গবেষক। দৃশ্যমান বন্ধনের মূল পর্ব দেহমিলন হলেও মূল বন্ধনকে মহিমান্বিত করে অক্সিটোসিন। এ রাসায়নিক উপাদানটিকে তাই অফুরন্ত ভালোবাসার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। মনে একজনকে ভালোবেসে ফেললাম, বিশ্ব জয় করে নিলাম। এটিই প্রাপ্তি নয়। ভালোবাসা বা প্রেমে জড়ানোটা বড় কথা নয়, টিকিয়ে রাখাটাই আসল।

ঘুমাতে গিয়ে শরীরে ব্যথা! ট্রাই করুন বিশেষ পোজিশন

ঘুমানোর সময় আপনার কি কোমরে বা পিঠে ব্যথা করে? কিংবা ঘুম থেকে উঠে হাত বা কোমর-পিঠে টান লাগে? তার মানে আপনার শোওয়ার ধরণ সঠিক নয়। বিশেষ করে বয়স বাড়লে সেই ব্যথাও বাড়তে থাকে। সেই কারণেই এমন বেকায়দায় চোট লেগেছে আপনার। এতে চিন্তার কিছু নেই। এমনটা হতেই পারে অনেকের রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময়। আমরা ঘুমের ঘরে অর্ধচেতন অবস্থায় থাকার ফলে কী পোজিশনে ঘুমাচ্ছি সেটা বুঝি না। সেই কারণেই এমন কিছু কৌশলে আমাদের রপ্ত করতে হবে যার জন্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সহজেই।

১. বেশিরভাগ সময়েই আমরা সোজা হয়ে শুই। অর্থাৎ আমাদের পিঠ স্পর্শ করে বিছানা। এটা আপাতভাবে লাভজনক কারণ এতে মেরুদন্ড, গলা ও কাঁধ সমান্তরালে থাকে। কিন্তু যারা বয়স্ক তাদের জন্যে এটা খারাপ। কারণ পিঠের নীচের অংশে ব্যথা বা নাক ডাকার অভ্যেস থাকলে সেক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে।

২. শরীরকে একপাশে করে শুলে বিশেষ করে বাঁদিক ঘেঁষে শুলে অনেক উপকারিতা আছে। রিসার্চ বলছে এটাই একদম সঠিক শোওয়ার ধরণ কারণ এতে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যেমন জয়েন্ট ও পিঠের নীচের অংশে ব্যথা ও অনেক ক্রনিক ব্যথাও কমে যায়। এতে পরিপাক প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি ও সহজে হয় আর মস্তিস্ক সচল রাখতেও সাহায্য করে।

আরো পড়ুন- প্রিয়জনের জন্মদিনে গিফট করুন বিশেষ উপহার উপুড় করে শোয়াটা একেবারেই ভালো নয় ও ডাক্তারেরাও এটিকে এড়িয়ে যেতে বলেন। এর ফলে হাত, গলা, কাঁধে ব্যথা হয়ে যায় ও যাদের আগে থেকেই ব্যথা ছিল তাদের ব্যথা আরো বেড়ে যায়। যেহেতু এই পোজিশনে শরীরের বেশিরভাগ ওজন থাকে মধ্যেকার অংশে, তাই মেরুদন্ড সোজাভাবে থাকতে পারে না।. আমরা অনেকেই হাঁটু মুড়ে ঘুমাই। হাত দুটি হাঁটুর কাছেই থাকে। গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে ও পিঠের নীচের অংশে ব্যথার জন্যে এটা বেশ কার্যকরী। কিন্তু খুব জড়োসড়ো হয়ে শোয়াটাও খারাপ কারণ এতে জয়েন্টে চাপ পড়ে ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে। রক্ত চলাচল করতেই সমস্যা হয়। তবে যারা ঘুমের ঘরে এভাবে শুতে অভ্যস্ত তাদের জন্যে মাথার নীচে একটা বালিশ ও তক্তা বা তোষক থাকা উচিত।

প্রতাপগড় যুব মোর্চার কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নেতা বাংলাদেশে আসছেন : ড় এ কে আব্দুল মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৩।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, 'তিস্তা চুক্তি হয়ে গেছে ১০ বছর আগে। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হলো উনি (নরেন্দ্র মোদি) আসছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নেতা, আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশীর নেতা আসছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের সবসময়, প্রত্যেকদিন আলোচনা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন, তখন আলোচনা হয়েছে। এছাড়া সচিব পর্যায়ে নিয়মিতই আলোচনা হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বাণিজ্য, এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত হত্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত কয়েকদিনের মধ্যেই এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

শনিবার (১৩ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অন্য দেশের নেতাদের আসার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'উনি ছাড়াও আরও চার দেশের নেতারা আসছেন। আমরা বিরাট উৎসব করব। যারা আসতে পারছেন না, তারা ভিডিও বার্তা দেবেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন বৈঠক হবে, তখন যে বিষয়গুলো নিয়ে এর আগে আলোচনা হয়েছে সেগুলো যাতে বাস্তবায়নে দেরি না হয়, সেটি তিনি তুলে ধরবেন।'

সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে করোনা সংক্রমণ নিয়ে সতর্কতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা আসছেন। কয়েকদিন আগেই দেশে করোনার নতুন ধরনের (ব্রিটেনের ধরন) শনাক্ত হয়েছে। যে বিমানে প্রবাসীরা এসেছেন সেটির কয়েকজন ক্রুও আক্রান্ত হয়েছেন। এটি নিয়ে আমরা সতর্ক রয়েছি। অনুষ্ঠানে সীমিত সংখ্যক অতিথি থাকবে।'

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলে ১৭-২৬ মার্চ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সরকার। এ উপলয জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ৫ দিন অনুষ্ঠানে হবে। সেসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত থাকবেন। এসব অনুষ্ঠানে পূর্বনির্ধরিত ৫০০ জন দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বাকি ৫ দিনের অনুষ্ঠান ভিডিও করে লাইভ করা হবে।

দীর্ঘ ১২ ঘন্টা জেরা, আম্বানির বাড়ির কাছে বিস্ফোরক উদ্ধারে ধৃত পুলিশ কর্তা

মুম্বই, ১৪ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ ১২ ঘণ্টা জেরা করার পর মুম্বই পুলিশের এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞ সচিন ভাজেকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানির বাড়ির কাছে গাড়িতে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে মুম্বই পুলিশের ওই কর্তাকে। শনিবার সারাদিন তাঁকে জেরা করার পর রাত ১১.৫০ মিনিটে গ্রেফতার করে এনআইএ। এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ বলেছেন, ''মুকেশ আম্বানির বাড়ির কাছে স্করপিও গাড়িতে জিলেটিন স্টিক উদ্ধার ও মনসুখ হীরেনের খুনের ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ ও এটিএস। তদন্তে যে তথ্য উঠে আসবে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারি মুকেশ আম্বানির বাড়ির কাছে একটি স্করপিও গাড়ি থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। গাড়ির ভিতরে হুমকি চিঠিও ছিল। প্রাথমিক ভাবে এই বিষয়টির তদন্ত করছিলেন মুম্বইয়ের তৎকালীন সহকারী পুলিশ কমিশনার সচিন ভাজে। পরে তাঁকে তদন্ত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই বিষয়ের তদন্তের ভার তুলে নেয় এনআইএ। এনআইএর-র তরফ থেকে বলা হয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি মুকেশ আম্বানির বাড়ির সামনে বিস্ফোরক রাখার বিষয়ে ভূমিকা রয়েছে সচিনের। ২৮৬, ৪৬৫, ৪৭৩, ৫০৬ (২), ১২০ বি-সহ একাধিক ধারায় সচিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত এদিন বলেছেন, 'আমরা এনআইএ-কে সম্মান করি কিন্তু আমাদের পুলিশও এই কাজ করতেই পারত। মুম্বই পুলিশ এবং এটিএস যথেষ্ট সম্মানিত, কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বারবার মুম্বইয়ে ঢুকে পড়ছে এবং মুম্বই পুলিশকে হতাশ করছে-রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করছে এবং মুম্বই পুলিশ ও প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।' ধৃত পুলিশ কর্তা সম্পর্কে রাউত বলেছেন, 'আমি মনে করি সচিন ভাজে ভীষণ সৎ এবং দক্ষ অফিসার। জিলেটিন স্টিক উদ্ধারের ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। মুম্বই পুলিশের দায়িত্ব তদন্ত করা, কোনও কেন্দ্রীয় টিমের প্রয়োজন নেই।'

বুদবুদে বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ীতে বোমাবাজির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১৪ মার্চ (হি.স.): নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে। ততই তপ্ত রাজনৈতিক ময়দান। এবার বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ীতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূলের দিকে। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বুদবুদের ধরলা গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় জানা গেছে, আউশগ্রাম-২ নং ব্লকের বুদবুদ থানার ধরলা গ্রামের বিজেপিকর্মী সুমন্ত বাগদীর বাড়ীতে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। সুমন্তবাবু বিজেপির ওই ব্লকের ১৪৮ নং বুথের সভাপতি। ঘটনার অভিযোগে তিনি বলেন,' গতরাত্রে ১১ টা নাগাদ হঠাৎ পর পর বোমার আওয়াজ শুনতে পাই। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বারুদের গন্ধ। সকালে দেখি রান্না ঘরে অ্যাডবেস্টার চালার কিছুটা অংশ ভাঙা। বোমার দাগ। সুতলী পড়ে রয়েছে।' খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলার সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান, ' নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি ততই সরছে। তাই এলাকা অশান্ত ও ভয়ের পরিবেশ তৈরীর করতে এধরনের কাজ করছে তৃণমূল। তবে মানুষ পঞ্চায়েত ভোট থেকে শিক্ষা নিয়েছে। আগামী নির্বাচনে তার জবাব দেবে।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের আউশগ্রাম ব্লক সভাপতি রামকৃষ্ণ ঘোষ বলেন,' গতকাল রাত্রে গ্রামে বিজেপির আদি-নব্য দুটো গোষ্ঠীরদ্বন্দ্ব চলছিল। তার থেকে হয়েছে। এখানে ঘটনায় তৃণমূলের কোন সম্পর্ক নেই।' এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের অন্যত্র সক্রিয়, ৯ কুখ্যাত জঙ্গির তালিকা প্রকাশ পুলিশের

শ্রীনগর, ১৪ মার্চ (হি.স.): শ্রীনগর-সহ কাশ্মীর উপত্যকার অন্যত্র সক্রিয় এমন কুখ্যাত ৯ জন জঙ্গির তালিকা প্রকাশ করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এই ৯ জন জঙ্গি শ্রীনগর ও শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এবং কাশ্মীর উপত্যকার অন্যত্র সক্রিয় রয়েছে। কুখ্যাত এই জঙ্গিদের নাম-ওয়াসিম কাদির মীর, শাহদ খুরশিদ, ইরফান আহমেদ সোফি, বিলাল আহমেদ ভাট, সাকিব মনজুর দার, অবিরার নাদীম ভাট, মহম্মদ ইউসুফ দার, মহম্মদ আব্বাস শেখ এবং উবাইদ শফি দার।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, শ্রীনগর ও সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ নাগরিক এবং সুরক্ষা বাহিনীর উপর বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত এই ৯ জন কুখ্যাত অপরাধী। এই ৯ জনকে পাকড়াও করার জন্য বৃহত্তর অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি নম্বর দেওয়া হয়েছে, যদি কেউ এই জঙ্গিদের সম্পর্কে পুলিশকে খবর দিতে পারেন।

প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণকে লুটছে কেন্দ্র : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, 'প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণকে লুটছে কেন্দ্র।' কয়েকদিন আগে পর্যন্ত দেশে পেট্রোপণ্যের দামি প্রতিদিনই বাড়ছিল। কোনও কোনও রাজ্যে ১০০-র কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল জ্বালানি তেলের মূল্য। যদিও, বিগত ১৫ দিন ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়েনি।

রবিবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ্য দিবালোকে লুট করছে- প্রথমত, গ্যাস-ডিজেল-পেট্রোলের উপর প্রচুর কর আদায়। দ্বিতীয়ত, পিএসইউ-পিএসবি বন্ধুদের কাছে বিক্রি করে জনগণের কর্মসংস্থান, সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর একটিই কায়দা, যে কোনও মূল্যে বন্ধুদের উপকার।'

পালাক্কড় আসনের প্রার্থী শ্রীধরণ কেরলে ১১৫টি আসনে লড়বে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (হি.স.): কেরলে ১৪০টি আসনের মধ্যে ১১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বাকি ২৫টি আসন ৪টি দলের জন্য ছেড়ে দিয়েছে বিজেপি। কেরল বিধানসভা নির্বাচনে পালাক্কড় আসনের প্রার্থী করা হয়েছে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ''মেট্রোম্যান'' ই শ্রীধরণকে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং।

কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৬ এপ্রিল। কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২ মে। কেরলে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১৪০ (এসসি-১৪ এবং এসটি-২)। এদিন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং জানিয়েছেন, কেরলে ১১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিজেপি। বাকি ২৫টি আসন ৪টি দলের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পালাক্কড় আসনের প্রার্থী করা হয়েছে ই শ্রীধরণকে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি কে সুরেন্দ্রণ লড়বেন মঞ্জেশ্বর এবং কোন্নি বিধানসভা আসন থেকে। কেরলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কুম্মানাম রাজাশেখরণ লড়বেন নেমোম বিধানসভা আসন থেকে। অরুণ সিং আরও জানিয়েছেন, কাঞ্জিরাপ্পালী আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন কে জে আলফোনস, ত্রিশুর আসনে লড়বেন সুরেশ গোপী, ত্রিরুর আসনে আব্দুল সালাম এবং ইরিনজালাকুড়া আসনে লড়বেন প্রাক্তন ডিজিপি জ্যাকব থমাস। অসম বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ মে, অসমে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১২৬ (এসসি-৮ এবং এসটি ১৬)। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং জানিয়েছেন, অসমে ১২৬টি আসনের মধ্যে ৯২টি আসনে লড়বে বিজেপি, বাকি আসনে পার্টনার পার্টি লড়বে। এদিন তৃতীয় দফা ভোটের ১৭ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মাপুর আসনে লড়বেন চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী।

গজলডোবায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু হল মহিলার

ওদলাবাড়ি, ১৪ মার্চ (হি.স.): ফের হাতির হানায় মৃত্যু। রবিবার গজলডোবার তিস্তা বাঁ হাতি খাল সংলগ্ন আপালচাঁদ জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম কল্পনা শীল (৪২)। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে আপালচাঁদ জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন ক্যানেলের ধারে বসবাসকারী বেশ কয়েকজন মহিলা। কিন্তু সেখানেই সকাল ৯ টা নাগাদ জঙ্গলের গভীরে একটি হাতির সামনে পড়ে যান তাঁরা। বাকিরা হাতির আওয়াজ পেয়ে পালিয়ে গেলেও ওই মহিলা কানে কম শুনতে পাওয়ায় হাতির সমনে চলে যান।

দর্শনা চেকপোস্ট বন্ধের এক বছর কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৩।। ভারত-বাংলাদেশের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট। মহামারির কারণে চেকপোস্টটি প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ থাকায় কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। পাশাপাশি চেকপোস্টের উপর নির্ভরশীল হাজারো মানুষ পেশা পরিবর্তন করেও মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। বছর খানেক বন্ধ থাকায় যেন খাঁ খাঁ করছে গোটা দর্শনা চেকপোস্ট এলাকা। গত বছরের এই দিনেও চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্টে ছিল কয়েক হাজার মানুষের আনাগোনা। কাস্টমস-ইমিগ্রেশনে থাকতো মানুষের দীর্ঘ সারি। মানুষের হাকডাকে মুখরিত থাকতো চেকপোস্টের গেইটটি। একটি বছরের মধ্যে পাল্টে গেছে দর্শনা চেকপোস্ট এলাকার পুরো চিত্র। এখন আর নেই আগের মতো কোলাহল। মানুষের মধ্যে নেই ব্যস্ততা।

মহামারির প্রভাবে প্রথম ১৩ মার্চ ভারত সরকার এ চেকপোস্টটি বন্ধ করে দেন। এরপর ২৭ মার্চ থেকে দুই দেশের সরকারই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয় রয় দর্শনা চেকপোস্ট। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সহজ যোগাযোগের অন্যতম এ সড়কটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনশূন্য হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। কর্মহীন হয়ে পড়ে এ অঞ্চলের চেকপোস্ট নির্ভর কয়েক হাজার মানুষ। অনেকে করেছে পেশা পরিবর্তন, অনেকে রয়েছে চেকপোস্ট খোলার অপোয়। পরিবহন শ্রমিক, আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট কর্মীরা, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস কর্মীসহ অটো চালকরা পড়েছে সবথেকে বেশি বিপাকে। ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হয় চেকপোস্টটি। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ শুরু হলে বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৭৮ সালে চালু হয়। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে এক ঘণ্টার জন্যও পাসপোর্টধারীদের যাতায়াত বন্ধ হয়নি।

ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার পাসপোর্টধারী এ পথটি ব্যবহার করতেন। পাসপোর্টধারীদের মতোই বিপাকে পড়েছে এর উপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার মানুষ। চেকপোস্ট এলাকার দ্র ব্যবসায়ী আব্দুল মজিদ জানান, ইমিগ্রেশনের পাশেই তার দোকান রয়েছে। মহামারির প্রভাবে চেকপোস্ট বন্ধ হওয়ার পর থেকেই তার দোকানও বন্ধ রয়েছে। এক বছর ধরে দোকান বন্ধ থাকায় জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনিসহ তার পরিবারের সদস্যরা মানবেতর দিন কাটাচ্ছে।

চেকপোস্ট বন্ধ থাকার প্রভাব পড়েছে রাজস্ব খাতেও। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব তি হচ্ছে সরকারের। দর্শনা শুল্ক স্টেশনের উপ কমিশনার শাফায়েত হোসেন জানান, গত অর্থবছরে এ চেকপোস্ট দিয়ে সাড়ে ২৬ হাজার যাত্রী যাওয়া আসা করেছে। সে হিসেবে প্রায় দেড় কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করেছিল সরকার। তবে চলতি অর্থবছরে পুরো সময়জুড়ে চোকপোস্ট বন্ধ থাকায় কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে।

এদিকে পণ্য আমদানি-রফতানির ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় দুই দেশের মধ্যে রেলপথে বাণিজ্য স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। এরইমধ্যে বেশ কয়েকটি চালানের মাধ্যমে পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ ও আদা আমদানি হয়েছে। যার ফলে সরকার রাজস্ব অর্জন করেছে প্রায় ৪ কোটি টাকা।

হুইল চেয়ারে করে মেয়ো রোডে মমতা

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি স): চলতি সপ্তাহের বুধবার নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে গুরুতর চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই এসএসকেএমে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তৃণমূল সুপ্রিমোকে। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপরেই আজ রবিবার পায়ে চোট নিয়ে হুইল চেয়ারে করে মেয়ো রোডে হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবছরই ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম দিবস পালন করে তৃণমূল। এদিনও তার ব্যতিক্রম নেই। আজ নন্দীগ্রাম দিবস পালন করছে তৃণমূল। এদিন হুইলচেয়ারে বসে মঞ্চে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।গান্ধী মূর্তি থেকে হাজরা পর্যন্ত মিছিল করবে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। পা ব্যথা নিয়ে সেই মিছিলের অংশ নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যার পর যাদের পা টলমল করে, তাদের নির্বাচনের কাজ থেকে দূরে রাখুন ঃ সৌগত রায়

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): সন্ধ্যার পর যাদের পা টলমল করে, তাদের নির্বাচনের কাজ থেকে দূরে রাখুন। বাগুইহাটিতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে হওয়া কর্মীসভায় এমন হুঁশিয়ারি দিলেন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা তথা তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়।

রবিবার বাগুইহাটির একটি সিনেমা হলে রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার প্রার্থী অদিতি মুন্সির সমর্থনে একটি কর্মিসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু- সহ জেলা নেতৃত্ব। সেই সভাতেই কর্মীদের ভাবমূর্তির প্রসঙ্গ টেনে স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে একপ্রকার সাবধানবানী ছুঁড়ে দেন সৌগত রায়। এদিন শুদ্ধিকরণের প্রসঙ্গ শুধু নয়, তৃণমূলের স্থানীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকেও ইঙ্গিত করে বার্তা দিয়েছেন সৌগত। গত লোকসভা ভোটে এই বিধানসভা সিটে তৃণমূল বিজেপির থেকে পিছিয়ে ছিল। সেই দিকটি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এই ক্ষত মেরামত করতে গেলে সবকিছু ভুলে একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে নেতা এবং কর্মীদের।

আগেই অভিযোগ উঠেছিল এই বিধানসভা অঞ্চলে তৃণমূলের একদল কর্মী ভোটের কাজে অংশ নিচ্ছেন না। এদিন সেই দিকটি ইঙ্গিত করে সৌগতবাবু বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ভাঙা পা নিয়ে মানুষের দুয়ারে হাজির হতে পারেন। তবে আপনাদের সবাইকে প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছিতে হবে। একবার না, একাধিকবার যেতে হবে। বোঝাতে হবে, মানুষের স্বার্থে তৃণমূল সরকার কি কি কাজ করেছে। এবং তৃণমূলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে।"

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে দেওয়ায় পুলিশের প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। এক অসহায় হতদরিদ্র পরিবারের ছেলের চুরি যাওয়া মোবাইল ২৭ দিন পর উদ্ধার করে দিলেন মধুপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর শুভ্রজিত দেব। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওই পরিবারের যুবক দারুণ খুশি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২৭ দিন পূর্বে ধনছড়ি কুড়িঘাট এলাকার অসহায় যুবক দিনমজুর কিংকৰ নম: নিজ বাড়ি থেকে মধুপুরের উদ্দেশ্যে আসছিল।

এমন সময় তার পকেট থেকে একটি মোবাইল রাস্তার মধ্যে পড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সেই যুবক হতভম্ব হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি চালিয়ে সেই মোবাইলটি উদ্ধার করতে পারেনি।পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই মধুপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর শুভ্রজিত দেব বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে পরবর্তী সময়ে সূত্র মারফত জানতে পারেন তার মোবাইলটি বিশালগড় করুইমুরা এক যুবকের কাছে রয়েছে। তার বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে সেই মোবাইলটি উদ্ধার করে আনেন মধুপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর শুভ্রজিত দেব।পরে মোবাইলটি থানার সাব-ইন্সপেক্টর কিংকর নম ওই যুবকের হাতে তুলে দেন।

সেই মোবাইলটি পেয়ে অসহায় দিনমজুর পরিবারের যুবক দারুণ খুশি এবং পুলিশ অফিসারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। জানা যায় সেই যুবক মধুপুর একটি দোকানে দৈনিক হাজিরা হিসেবে কাজ করে। পুলিশ ইচ্ছে করলে অসাধ্য কাজ সাধন করতে পারে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্মেলন রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

নন্দীগ্রাম দিবসে অতীতের আবেগে শান দিতে মরিয়া তৃণমূল—বিজেপি দু'পক্ষই

নন্দীগ্রাম, ১৪ মার্চ (হি.স.): ভোটের বাকি আর দু'সপ্তাহ। তার আগে নন্দীগ্রাম দিবসে, অতীতের আবেগে শান দিতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস—বিজেপি দু'পক্ষই। গোকুলনগরে যে শহিদ বেদিতে ব্রাত্য ও পূর্ণেন্দু বসুরা মালা দিয়েছিলেন, সেখানে গিয়েই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম দিবস পালনকে কেন্দ্র করে সোনাচূড়ার শহিদ মিনারের সামনে উত্তেজনা দেখা দিল। শুভেন্দু অধিকারীকে বাধা দিতে সেখানে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় তৃণমূলপন্থী ভূমি উচ্ছেদ কমিটির সদস্যরা। এদিকে এদিন ব্রাত্য বসুকে গো—ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় স্থানীয় বিজেপি সমর্থকদের পক্ষ থেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পূর্ব মেদিনীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় উপস্থিত রয়েছে। দফায় দফায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। তারাই বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে দেয়।

রবিবার শুভেন্দু অধিকারীর পৌঁছনোর আগে বিশ্বাসঘাতক পোস্টার লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভ দেখায়। আবার দলীয় স্লোগান তোলেন বিজেপি সমর্থকরা। শুভেন্দু বিরোধী স্লোগান তোলেন কমিটির তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা। যা নিয়ে উত্তেজনা ছাড়ায়।

এদিন গোকুলনগরে নন্দীগ্রাম দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির সভায় শুভেন্দু বলেন, 'নন্দীগ্রামে অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হবে।'

এদিকে, এদিন ব্রাত্য বসুকে গো—ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় স্থানীয় বিজেপি সমর্থকদের পক্ষ থেকে। এদিন সাংবাদিকদের ব্রাত্য বসু বলেন, 'আজকের দিনটা ঐতিহাসিক দিন, রাজনৈতিক দিন, উত্তেজনা কাম্য নয়। শুভেন্দু অধিকারী সেদিনের আন্দোলনে ছিলেন তিনি শোক পালন করতেই পারেন কিন্তু বিজেপি তো কোনওদিনই এই আন্দোলনের সঙ্গে ছিল না। তারা এখন জোর করে সামিল হতে চাইছে। যা খুবই আশ্চর্যজনক।' এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 'নন্দীগ্রামের মা' ফিরোজা বিবি।দফায় দফায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পূর্ব মেদিনীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় উপস্থিত রয়েছে। দফায় দফায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। তারাই বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে দেয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পূর্ব মেদিনীপুর থানার জেলাশাসকের কাছে গোটা ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরিস্থিতি কড়া নজরদারিতে রাখতে।

দশ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ যুবতীকে গ্রেফতার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ

মালদা, ১৪ মার্চ (হি.স.): মালদা থেকে ব্রাউন সুগার সহ বামাল গ্রেফতার যুবতী। রবিবার প্রায় দশ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ যুবতীকে গ্রেফতার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম আকিন্দর খাতুন ওরফে নুর, বাড়ি কালিয়াচক থানার আলিপুরে। ধৃত যুবতী একটি নার্সিংহোমের নার্স বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। রবিবার সকালে মালদা শহরের হান্টাকালি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারী বাস থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছে থাকা একটি স্কুল ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল শহরের হান্টাকালি মোড় এলাকায় ওঁৎ পাতে। কালিয়াচক থেকে আসা একটি বাসে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এরপর সন্দেহজনক ওই যুবতীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কথায় অসংগতি ধরা পড়ায় পুলিশ যুবতীর কাছে থাকা একটি ব্যাগে তল্লাশি চালায়। সেই ব্যাগ থেকে তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে মোট ছয়শো গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। রবিবার ধৃত যুবতীকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।-

হাফলঙে পানীয় জলের সমস্যা নির্বাচনে মাথাব্যথার কারণ হবে বিজেপির, দাবি কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ১৪ মার্চ (হি.স.) : ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত আসনে এবার কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। হাফলং আসনে কংগ্রেস বিজেপি সহ জনতা দল ইউনাইটেড ও ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টির মোট চারজন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। তার পরও কংগ্রেস বিজেপির মধ্যে দ্বিমুখি লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

এদিকে বিজেপি উন্নয়নের ইস্যুতে এবার নির্বাচনে ভোট চাইছে। অন্যদিকে কংগ্রেস গত পাঁচ বছরে বিজেপির অপশাসন, পেট্রোল ডিজেল থেকে শুরু করে অত্যাবশক সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন ইস্যু, পানীয় জলের সমস্যা, সংবিধানের ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের ভিতরে স্বশাসিত রাজ্য গঠনের ইস্যুকে হাতিয়ার করে ভোট চাইছে। তাই হাফলং আসনে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এমনটা নিশ্চিত।

ডিমা হাসাও জেলার প্রধান সমস্যা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি কাউকেই। প্রতিটি নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার মুখে শোনা যায় ভোটে জিতলে প্রথমে পাহাড়ি জেলার পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু ভোটে জয়ী হওয়ার পর এ সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যান জনপ্রতিনিধারা, অভিযোগ সাধারণ মানুষের। বর্তমানে হাফলং শহরে তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গত তিন মাস ধরে হাফলং শহরের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহ করেনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। জলের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। গত তিন মাস থেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ পানীয় জল সরবরাহ না করায় শহরে এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে ডিমা হাসাও জেলার মানুষ এখন ক্ষোভে ফুঁসছেন।

অধ্যাপক রাজেশ বেনুগোপালকে সাসপেনশন নোটিশ ধরালো বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ১৪ মার্চ (হি.স.): মোসাহেবি না করাতেই জাতীয় ও রাজ্য স্তরের পুরস্কার প্রাপ্ত নাট্যব্যক্তিত্ব তথা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক বিভাগের অধ্যাপক রাজেশ বেনুগোপালকে সাসপেনশনের শিকার হতে হল, এম্ন অভিযোগে তোলপার বিশ্বভারতীর অন্দর। জানা গেছে, ১৩ মার্চ রাত ৮ টা ১৪ মিনিট নাগাদ ইমেলের মাধ্যমে রাজেশ বেনুগোপালকে এই সাসপেনশনের নোটিশ ধরানো হয়। কেরালাবাসী এই অধ্যাপক ইতিমধ্যে আচার্য নরেন্দ্র মোদী, বিভাগীয় দফতর এবং পাশাপাশি, নিজ রাজ্য কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ সহ তথা দেশের বিভিন্ন সাংসদদের কাছে চিঠি চাপাটি করে অভিযোগ করেছেন।

অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজের কর্তব্য অবহেলা করে একাডেমিক ও গবেষণার কাজে বেশি সময় ব্যায় করেছেন যা বিশ্বভারতীর ১৯৫১ সালে আইন, স্ট্যাটুউট বা সি সি এ আইন বিরুদ্ধ। এই অভিযোগে বিশ্বভারতী আগে শোকজ নোটিশ দেন। তারপর অধ্যাপকের বিরুদ্ধে চার্জসিট দেওয়া হয় এবং ১৩ মার্চ তাঁকে ইমেলের মাধ্যমে সাসপেনশন নোটিশ ধরানো হয়।

অধ্যাপক রাজেশ বেনুগোপাল ফোনে প্রতিবেদককে বলেন, তিনি কোন নিয়ম ভাঙেন নি। বিশ্বভারতী স্ট্যাটুউট বা সি সি এ রুল অনুযায়ী কোন অধ্যাপক ৫ ঘন্টার বেশি ক্লাস নিতে পারেন না। আমি তা নিয়েছি। আর কর্মসমিতি স্বীকৃত অধ্যাপক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার অধিকার আছে একাডেমিকসে জয়েন্ট সেক্রেটারি থেকে বিভিন্ন অধ্যাপকদের সমস্যার কথা শোনা বা শিক্ষক হিসেবে গবেষনার কাজে নিজেকে যুক্ত রাখা। আমি কোন নিয়ম ভঙ্গ করি নি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিকেল ৩-৩০ থেকে ৬- টা পর্যন্ত আমি ক্লাসের বাইরে গবেষণা বা একাডেমিকসে ছিলাম। আমার ক্লাস রুটিনে ওই সময় কোন ক্লাস নেই। আসলে বেশ কিছুদিন আগে আমাকে এক সহ কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সই করতে বলা হয়। তাতে আমি রাজী হইনি। পরে ভয় দেখিয়ে সই করানো হয়। তার প্রতিবাদ করায়, আমাকে এই সাসপেনশনের নোটিশ ধরানো হয়। উপাচার্য বিশ্বভারতীতে ভয়ের রাজনীতি করছেন। তিনিই অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছেন যে, অধ্যাপক সভার জেনারেল সেক্রেটারিকে সাসপেনশনের নোটিশ ধরানো গেলে, অন্যান্য অধ্যাপকদের সহজেই ভয় দেখানো যাবে। আমার বিরুদ্ধে আমার বিভাগের ছাত্র, বা বিভাগের কোন অভিযোগ নেই। আমি একজন জাতীয় ও রাজ্য স্তরের পুরস্কার প্রাপ্ত নাট্যকর্মী এই সাসপেনশনে ভয় পাই না। আমি কলকাতা উচ্চ আদালতে দু'একদিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে চলেছি। আচার্য সহ অন্যান্য বিভাগের চিঠি দিয়েছি। আমার হয়ে কেরালা সহ অন্যান্য রাজ্যের জনপ্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে এই বিষয়টি তুলবেন। উপাচার্যকে আদালত থেকে সর্বত্র এই অন্যায়ের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

এব্যাপারে জনসংযোগ আধিকারিক অনির্বান সরকারকে ফোন করা হলে, তিনি ফোন ধরেন নি।

টলিগঞ্জে বিজেপির প্রার্থী হয়েই 'বিশ্বাস ব্রাদার্স' মুক্ত ইন্ডাস্ট্রি গড়ার ডাক দিলেন বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): টলিগঞ্জে বিজেপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। আর প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই টালিগঞ্জ কেন্দ্রের তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে 'বিশ্বাস ব্রাদার্স' মুক্ত টলি ইন্ডাস্ট্রি গড়ার ডাক দিলেন বাবুল সুপ্রিয়।

রবিবার তৃতীয় ও চতুর্থ দফার বিজেপি প্রার্থী তালিকা ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাবুল জানান, 'বিশ্বাস ব্রাদার্স' মুক্ত টলি ইন্ডাস্ট্রি গড়াই লক্ষ্য তাঁর। এদিন ফেসবুক লাইভে বাবুল বলেন, 'টলিগঞ্জ তৃণমূলের হোমগ্রাউন্ড, দিদির বিশ্বস্ত লেফটন্যান্ট অরূপ বিশ্বাস আর তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাস রয়েছেন। আমার জন্য টলিগঞ্জ অ্যাওয়ে গ্রাউন্ড, তবে আমি সেঞ্চুরি করবই।এটা আমার বিশ্বাস, সেই কারণেই উজ্জীবিত'।

টলিগঞ্জে 'বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়'-এর 'একচেটিয়া দখল' নিয়েও বিস্ফোরক বাবুল। তিনি বললেন, 'কেন ওঁরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কন্টোল করবে? সারা বিশ্বের শিল্পীরা মন খুলে খোলা হওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির রাজনীতিকরণ দূর করতে হবে, রাজনীতি থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে, এটা ভাঙতে হবে। সবাইকে নিজের মত করে কাজ করতে দিতে হবে। টলিউড, টলিগঞ্জের একটা ছোট অংশ। কিন্তু রাজনীতি কোনওদিন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে চালিত করেছে এমন দেখিনি। মুম্বইতে এতদিন কাজ করেছি সেখানে দেখিনি কোনও রাজনৈতিক দল ঠিক করে দিচ্ছে কে কাজ পাবে, আর কে পাবে না"।

এদিন সুরুচি সংঘের পুজো নিয়ে অরূপ বিশ্বাসকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বাবুল। বলেন, 'যে পুজো করেন নাম সুরুচি সংঘ হতে পারে, কিন্তু যেটা করছেন সেটা পুরোটাই কুরুচি সংঘের কার্যকলাপ বলে মনে হয়। অরূপ-স্বরূপ বাবু টলিউডকে শাসন করবেন কেন? যখন-তখন যাঁকে-তাঁকে ক্যাম্পেনের জন্য তুলে নিয়ে চলে যাবে..কেন? এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে চাই'।

বিশ্বাস ব্রাদার্স-এর বিরুদ্ধে টলিউডের অন্দরেও বহুদিন ধরেই ক্ষোভ জমছে। কলা-কুশলীদের একাংশের মতে, 'ওদের স্বেচ্ছাচারিতা আর মেনে নেওয়া যায় না'। এর জেরেই টলিউডের একটা বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকছে বলে মত টলিগঞ্জের অন্দরে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যেমন শিবির বদলের পর্ব চালু রয়েছে, তেমনই টালিগঞ্জের শিল্পী মহলেও সেই বদল সুস্পষ্ট। যা দেখে বাবুল সুপ্রিয় যে ভোটবাক্সে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছেন টলিগঞ্জে তা বলাই বাহুল্য। ভোটযুদ্ধে টালিগঞ্জ কেন্দ্রে বাবুল সুপ্রিয় বনাম অরূপ বিশ্বাসের হাড্ডাহাড্ডি 'খেলা'-র দিকে তাকিয়ে রাজ্য রাজনীতি।

'গরুর পাল ছুটানোর মত ছুটিয়ে হারাবো, লাভপুরে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি অনুব্রত মণ্ডলের

লাভপুর, ১৪ মার্চ (হি.স.): 'হারাবো, গরুকে যেমন পালের মধ্যে ছুটিয়ে নিয়ে যায় সেই ভাবে ছুটিয়ে নিয়ে যাবো।' রবিবার লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে এই ভাবেই বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

এদিন সভায় বক্তব্য রাখার সময় নিজের স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং বিজেপি নেতৃত্বকে আক্রমণ করার পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধীদের 'গরুর পাল ছুটানোর মত ছুটিয়ে ছুটিয়ে হারাবো। গরুকে যেমন পালের মধ্যে ছুটিয়ে নিয়ে যায় সেই ভাবে ছুটিয়ে নিয়ে যাবো।' তবে তিনি ঠিক কাদের উপলক্ষ করে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তা স্পষ্ট করেননি। বরং ইঙ্গিত পূর্ন ভাবে অনুব্রত বলেন, 'বুঝে নিতে হয়'। কারন খেলা শুরু হযে গেছে। ভয়ঙ্কর খেলা।কেমন ছুটবে গরু দেখতে পাবেন। '

এদিন বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর দেখা গেছে একাধিক সাংসদকে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বেছে নিয়েছে দল। তা নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন , "জানি সব এমপিদের দাঁড় করিয়েছে। লোক পাচ্ছে না। গোয়াল ফাঁকা। কেউ থাকতে চাইছে না গোলে (গোয়ালে)।"

'গরুকে ছড়ানোর জন্য পাঁচন দরকার', এই প্রশ্নে অনুব্রতর সতর্ক জবাব , "সেটা পরে দেখা যাবে। ওটা এখানে বলা যাবে না।"

এর পাল্টা প্রতিবাদ করে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা।তিনি বলেন, প্রার্থী ঘোষনা হলেই বুঝতে পারবে কে ছুটছে। আর কে কাকে ছোটাচছে। '

আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিজেপির জেলা সভাপতি

আলিপুরদুয়ার, ১৪ মার্চ (হি.স.): আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ অশোক লাহিড়ী। রবিবার প্রার্থী ঘোষণা হতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। অভিযোগ তাঁদের মতামত না নিয়েই প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দলের তরফে। এদিন তিনি জানান, আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীকে চেনেন না। কালচিনি ও আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী নিয়ে জেলার কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। এটা জেলার সম্মানহানি।

জানা গেছে, এবারে আলিপুরদুয়ার আসনে লড়াইয়ের জন্য পরিচিতমুখের ২১ টি আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রার্থী হওয়ার আশায় ছিলেন খোদ জেলা সভাপতি, জেলা সাধারণ সম্পাদক সহ একাধিক পদাধিকারী। কিন্তু জেলা নেতৃত্বের কাছে অপরিচিত মুখ বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ অশোক লাহিড়ীকে দল প্রার্থী করায় হতাশ জেলার গেরুয়া শিবির।-

অন্য রকম রবিবার দারুণ লাগছে : সায়নী ঘোষ

আসানসোল, ১৪ মার্চ (হি.স.): অন্য রকম রবিবার, দারুণ লাগছে। রবিবাসরীয় ভোটের বাজারে নিজের কেন্দ্রে প্রচারে বেরিয়ে একথা বলেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষ। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষ। রবিবার বার্ণপুরে প্রচার সারেন সায়নী। সেখানে রবিবারের প্রচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দারুণ লাগছে। আগে ছোটবেলায় রবিবারটা অন্য রকম ছিল। এখন অন্য রকম রবিবার। দারুণ লাগছে। মানুষ যদি সুযোগ দেন, তাহলে শুধু রবিবার কেন, সোম থেকে রবিবার সব দিনই মানুষ আমায় দেখতে পাবেন।'এদিন সায়নী ঘোষ আসানসোল পুরনিগমের ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি, রহমতনগর, শান্তিনগর, নেতাজি ও বিবেকানন্দ রোডে হেঁটে প্রচার করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেন।

ক্রীড়াঙ্গন

আরেকটু আগে গোল চান জিদান

আতলেতিকো মাদ্রিদে কোনোমতে হার এড়ানোর পর তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ এলচের বিপক্ষেও পয়েন্ট হারাতে বসেছিল রিয়াল মাদ্রিদের। শেষ পর্যন্ত করিম বেনজেমার নৈপুন্যে জয় ধরা দিয়েছে বটে, তবে শঙ্কার রেশ কাটেনি। প্রতি ম্যাচেই তো এভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে না! সামনের ম্যাচগুলোয় তাই দলের খেলোয়াড়দের আরেকটু আগে গোল করার তাগাদা দিলেন কোচ জিনেদিন জিদান। গত বছরের শেষ রাউন্ডেলা লিগায় প্রথম দেখায় এলচের মাঠে ১-১ ড্র করার তিক্ত অভিজ্ঞতা তো ছিলই। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে শনিবার ফিরতি পর্বেও হতে পারতো তেমন কিছু। দ্বিতীয়ার্ধের ষোড়শ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার পর বেনজেমার গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। এরপর একের পর এক আক্রমণ করেও সাফল্য পাচ্ছিল না তারা। অবশেষে যোগ করা সময়ে ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের দ্বিতীয় গোলে মূল্যবান ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত হয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। গত সপ্তাহে আতলেতিকোর মাঠেও শুরুতে গোল হজমের পর ওই ম্যাচ দিয়েই চোট কাটিয়ে ফেরা বেনজেমার ৮৮তম মিনিটের গোলে ১ পয়েন্ট পায় রিয়াল। একই পরিস্থিতি ছিল তার আগের রাউন্ডেও। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ৮৯তম মিনিটে ভিনিসিউস জুনিয়রের গোলে ১-১ ড্র করেছিল জিদানের দল। বারবার হৃদস্পন্দন বাড়ানোর এমন অবস্থার সৃষ্টি না করে শিষ্যদের একটু আগেভাগে গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে বললেন জিদান। ' ঘুরে দাঁড়াতে দল যে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় রেখেছে, তা ভালো লেগেছে। তবে, আরেকটু আগে গোল পেলে আমি আরও খুশি হতাম।" "আমি এমন ম্যাচ চাই যেন আরেকটু স্থির থাকতে পারি।" উত্তেজনায় ঠাসা এই ম্যাচে পা হড়কালে লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আরও পিছিয়ে পড়ত রিয়াল। আবার এমন শ্বাসরুদ্ধকর জয়ই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আতালান্তার বিপক্ষে আসছে ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে রিয়ালকে। ম্যাচ শেষে জিদানের কণ্ঠেও ফুটে উঠল জয়ে ফেরার স্বস্তি। আতালান্তা ম্যাচের আগে ঘুরে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১-০ গোলের জয়ে এগিয়ে থেকে মঙ্গলবার ঘরের মাঠে খেলতে নামবে রিয়াল। "এই জয় আমাদের জন্য দারুণ ইতিবাচক। লিগে পয়েন্ট পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে মঙ্গলবারের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হওয়াটাও জরুরি।" "আমরা দুটি প্রতিযোগিতায় টিকে আছি। নিজেদের ওপর আস্থা রেখে দুটিতেই আমরা লড়াই করে যাব।" শনিবার রাতে আতলেতিকো হোঁচট খাওয়ায় আরেকটু জমে উঠেছে শিরোপা লড়াই। গেতাফের মাঠে গোলশূন্য ড্র করা দিয়েগো সিমেওনের দল ২৭ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। সমান ম্যাচে ৬ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনা ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে।

রোনালদোর দলবদলের গুঞ্জন 'কেবলই হৈচৈ'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা তিন মৌসুমে দলের ব্যর্থতা, সঙ্গে সবশেষ পোর্তোর বিপক্ষে অনুজ্জ্বল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স-এমন পরিস্থিতিতে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর দল ছাড়ার গুঞ্জন ওঠা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন ইউভেন্তুস কোচ আন্দ্রেয়া পিরলো। পোর্তোর বিপক্ষে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় ইউভেন্তুস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাফল্য পেতেই মূলত রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ১০ কোটি ইউরোর বিশাল ট্রান্সফার ফিতে রোনালদোকে ২০১৮ সালে দলে টানে ইউভেন্তুস। কিন্তু টানা তিন মৌসুম চরমভাবে ব্যর্থ হলো তুরিনের দলটি। তাকে নিয়ে প্রথম মৌসুমে শেষ আটে উঠলেও গত দুই আসরে শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিল ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। শেষ ষোলোয় পোর্তোর মাঠে হারের পর ফিরতি লেগে দল জিতলেও অ্যাওয়ে গোলে পিছিয়ে ছিটকে পড়েছে ইউভেন্তুস। পুরো ম্যাচে রোনালদো ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। ওই ম্যাচের পরই মূলত শুরু হয় তার দলবদল নিয়ে নানা গুঞ্জন। পর্তুগিজ তারকার ভবিষ্যৎ ঠিকানা হিসেবে সবচেয়ে বেশি শোন যাচ্ছে তার সাবেক ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের নাম। সেরি আয় রোববার কাইয়ারির বিপক্ষে ম্যাঠে নামবে ইউভেন্তুস। এর আগের দিন শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে সবকিছু গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন পিরলো। "যা ঘটে গেছে তার জন্য দলের বাকি সবার মতো রোনালদোও হতাশগুঞ্জন ওঠাটাই স্বাভাবিক। ফুটবলে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব এবং তাকে নিয়ে সবসময় কথা হয়। সবসময় সে ভালো করেছে আর এগুলো আমাদের মনে রাখা উচিত। ইউভেন্তুসের হয়ে সে প্রায় ৯০ গোল করেছে।" "একটা ম্যাচে গোল না পেতেই পারে, যে কোরো ক্ষেত্রেই এটা হতে পারে। তাকে নিয়ে বেশিই হৈ চৈ হচ্ছে।" নিজেও ফুটবল ক্যারিয়ারে অনেকবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন বলে মনে করিয়ে দিলেন ইতালির হয়ে বিশ্বকাপ জেতা সাবেক এই মিডফিল্ডার। "ক্যারিয়ারে এমন অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি আমি। কারণ আমি অনেক জিতেছি, আবার অনেক হেরেছিও।" "আমি সবসময় চরম হতাশার পর দুর্দান্ত উৎসাহে আবার শুরু করতাম। আগামীকাল (রোববার) আমরা সেটাই করব, কারণ আমরা এখনও লিগ শিরোপার দৌড়ে আছি এবং এখনও ১৩ রাউন্ডের খেলা বাকি। ইতালিয়ান কাপের ফাইনালও রয়েছে সামনে।" কোচের আগে রোনালদো নিজেও এসব গুঞ্জনকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে শনিবার এক পোস্টে ইউভেন্তুসের হয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। "সত্যিকারের চ্যাম্পিয়নরা কখনও ভেঙে পড়ে না। (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হতাশা পেছনে ফেলে) আমাদের মনোযোগ এখন কাইয়ারি ম্যাচে, সেরি আয় যেখানে আমরা ভুগছি, ইতালিয়ান কাপের ফাইনালে এবং মৌসুমে এখনও যেসব জিততে পারি সেই দিকে।" টানা দশম লিগ জয়ের অভিযানে ভালো অবস্থানে নেই পিরলোর দল। শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলানের চেয়ে তারা ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে তিনে। ম্যাচ একটি কম খেলেছে তারা। গত মঙ্গলবার পোর্তো ম্যাচের পর রোববার কাইয়ারির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথম মাঠে নামবে ইউভেন্তুস। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। আগামী ১৯ মে ইতালিয়ান কাপের ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ আতালান্তা।

আইপিএলে দল না পেয়ে হতাশ নন রশিদ

আইপিএলের অংশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কার না থাকে! আদিল রশিদেরও আছে। টি-টোয়েন্টির বোলিংটাও তিনি ভালোই জানেন। সেই আশা থেকেই নাম লিখিয়েছিলেন আইপিএলের নিলামে। কিন্তু কোনো দল নেয়নি তাকে। তাতে অবশ্য হতাশ হননি বলেই দাবি করছেন সময়ের সেরা টি-টোয়েন্টি বোলারদের একজন এই ইংলিশ লেগ স্পিনার। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সাফল্যের মূল কারিগরদের একজন রশিদ।

সাদা বলের দুই সংস্করণেই তার পারফরম্যান্স দারুণ। আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন তিনি আছেন ৫ নম্বরে। কিন্তু কখনও আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা তার হয়নি। এবারও নিলামে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি কোনো দল। আইপিএলে দল না পাওয়া এই স্পিনারই চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভোগান্তিতে ফেলেন ভারতকে। সেদিন নিজের স্কিলের আরেকটি দিকও মেলে ধরেন রশিদ। এমনিতে নতুন বলে বোলিং করে খুব অভ্যস্ত না হলেও এবার এই ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে ২ ওভার বোলিং করে মাত্র ৭ রান দিয়ে নেন বিরাট কোহলির মহামূল্য উইকেট। এমন কার্যকর একজন স্পিনার হয়েও আইপিএলে দল না পেয়ে আক্ষেপ হওয়ারই কথা। তবে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির আগে ৩৩ বছর বয়সী এই স্পিনার বললেন, এমন কিছুর জন্য তিনি তৈরিই ছিলেন। " আমি বলব না এটা হতাশার, অবশ্যই এখানে স্পিনার অনেক, ভারতের স্থানীয় স্পিনারের অভাব নেই। আমি তাই সত্যি বলতে দল পাওয়ার প্রত্যাশাই করিনি।" " অবশ্যই দল পেলে দারুণ হতো। তবে যেটা বললাম, এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলোতে নাম দিয়ে কেবল আশাই করা যায় যে কেউ হয়তো নেবে আইপিএল বা যে কোনো টুর্নামেন্টে এভাবেই হয়।" রোববার সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত ও ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে আছে ইংলিশরা।

ক্যাম্পে যোগ দিলেন জিকো, রানা ও আব্দুল্লাহ

প্রথম দিনের রিপোর্টিংয়ে ছিলেন না দুই গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো, আশরাফুল ইসলাম রানা ও মিডফিল্ডার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। রোববার যোগ দিয়েছেন তিন জনই। অর্থাৎ জামাল ভুইয়া ছাড়া বাকি ৩০ জনকে নিয়ে ক্যাম্প শুরু করতে পারছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ জেমি ডে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে রোববার থেকে মাঠের অনুশীলন শুরুর কথা ছিল। কিন্তু কোচ খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়ায় নেপালের ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সোমবার থেকে শুরু করবে দল। একদিনের মাথায় হোটেলও বদল করেছে দল। শুরুতে উঠেছিল হোটেল এশিয়াতে। সবাই এবার উঠেছেন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের আরও আধুনিক সুবিধা নিশ্চিত করতেই হোটেল বদল করা হয়েছে বলে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানান ডে। "আগে যে হোটেলে ছিলাম, সেটাও ভালো। এর আগেও আমরা সেখানে থেকেছি। কিন্তু আমি মনে করি, খেলোয়াড়দের আরও ভালো জায়গায় থাকা উচিত, যেখানে অনুশীলনের জন্য আরও বেশি মানসম্পন্ন সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে।" জামালের ক্যাম্পে যোগ না দেওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল। প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ অধিনায়ক কলকাতা থেকে সরাসরি নেপাল যাবেন কিনা। কলকাতা মোহামেডান একটু আগেভাগে ছেড়ে দেওয়ায় জামালের আগামী ১৮ মার্চ দেশে ফেরার কথা। এরপর কোভিড-১৯ টেস্ট করিয়ে নেপালে রওনা দিবেন তিনি। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী ২৩ মার্চ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ। পরের ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে ২৫, ২৭ এবং ২৯ তারিখে। ত্রিদেশীয় সিরিজের অপর দল কিরগিজস্তান।

৪১৭ দিন পর আগুয়েরোর গোল

লম্বা সময় পর জালের দেখা পেলেন সের্হিও আগুয়েরো। ম্যানচেস্টার সিটি পেল প্রত্যাশিত জয়। ফুলহ্যামকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে সিটি। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ১৪ মিনিটের মধ্যে একে একে স্কোরবোর্ডে নাম লেখান জন স্টোনস, গাব্রিয়েল জেসুস ও আগুয়েরো। এই জয়ে শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে ১৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল সিটি। গত বুধবার ঘরের মাঠে সাউথ্যাম্পটনকে ৫-২ গোলে হারানো দলে সাত পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে সিটি। এক বছরেরও বেশি সময় পর একসঙ্গে শুরুর একাদশে দেখা গেল জেসুস ও আগুয়েরোকে। প্রথমার্ধে ফুলহ্যাম গোলরক্ষক আলফুঁস আরিওলাকে বড় কোনো পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি সিটি। জন স্টোনসের গোলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি।জন স্টোনসের গোলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি।অষ্টাদশ মিনিটে প্রথম লক্ষ্যে শট রাখতে পারে তারা। ফেররান তরেসের ডান পায়ের নিচু শটটি রুখে দেন গোলরক্ষক। ৩৪তম মিনিটে ডান প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাছের পোস্ট দিয়ে নেওয়া বের্নার্দো সিলভার নিচু শট ঠেকাতেও তেমন বেগ পেতে হয়নি আরিওলাকে। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে অপেক্ষা ফুরোয় সিটির। জোয়াও কানসেলোর ক্রসে কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করেন ডিফেন্ডার স্টোনস। আসরে এটি তার চতুর্থ গোল। ৫৩তম মিনিটে দারুণভাবে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে কাটব্যাক করেন সিলভা। কিন্তু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন রদ্রি। তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুন হয়। স্বাগতিক রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে যান অরক্ষিত জেসুস। গোলরক্ষককে কাটিয়ে সহজেই লক্ষ্যভেদ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। গোলরক্ষককে কাটিয়ে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন গাব্রিয়েল জেসুস।গোলরক্ষককে কাটিয়ে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন গাব্রিয়েল জেসুস।৬০তম মিনিটে স্পট কিকে স্কোরলাইন ৩-০ করেন আগুয়েরো। ডি-বক্সে ফেররান তরেস ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় সফরকারীরা। দীর্ঘ ১৪ মাস বা ৪১৭ দিন পর প্রিমিয়ার লিগে গোলের দেখা পেলেন আগুয়েরো। বাকি সময়েও আক্রমণে আধিপত্য করে সিটি। পুরো ম্যাচে লক্ষ্যে কোনো শটই রাখতে পারেনি ফুলহ্যাম। ৩০ ম্যাচে ২২ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৭১। ২৮ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ইউনাইটেডের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে লেস্টার সিটি। ২৯ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে চেলসি। ২৯ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার অষ্টাদশ স্থানে ফুলহ্যাম।

জোড়া গোলে রিয়ালের জয়ের নায়ক বেনজেমা

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আবারও হোঁচট খেতে বসেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। দলের বড় প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠলেন করিম বেনজেমা। ফরাসি এই স্ট্রাইকারের জোড়া গোলেই এলচেকে হারিয়ে জয়ে ফিরল জিনেদিন জিদানের দল। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে শনিবার লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল। গত বছরের শেষ দিনে দুই দলের ম্যাচ শেষ হয়েছিল ১-১ সমতা। দানি কালভোর গোলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিছিয়ে পড়ে রিয়াল। এরপর তাদের সমতায় ফেরানোর পর যোগ করা সময়ে জয়সূচক গোলটি করেন বেনজেমা। দুই ম্যাচ পর লিগে জয় পেল রিয়াল। আগের দুই রাউন্ডে রিয়াল সোসিয়েদাদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল তারা। ২৭ ম্যাচে ১৭ জয় আর ৬ ড্রয়ে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে জিদানের দল। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনা ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেছে তিনে। তাদের সমান ২৬ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আতলেতিকো। ৩-১-৪-২ ফর্মেশনে খেলতে নামা রিয়াল সুবিধা করতে পারছিল না আক্রমণে। সবশেষ দেখায় তাদের রুখে দেওয়া এলচের রক্ষণে বারবারই খেই হারাচ্ছিল চ্যাম্পিয়নরা। জমাট রক্ষণ ভাঙতে না পেরে ২৭তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে আচমকা শটে চেষ্টা করেন ইসকো। গোলরক্ষকের খুব একটা পরীক্ষা নিতে পারেননি তিনি। ম্যাচে এটাই লক্ষ্যে থাকা প্রথম শট। ৩৪তম মিনিটে প্রতি-আক্রমণে দারুণ সুযোগ পান বেনজেমা। ভিনিসিউস জুনিয়রের ক্রসে খুব কাছ থেকে বাঁ পায়ের শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এই ফরাসি স্ট্রাইকার। ৩৯তম মিনিটে থিবো কোর্তোয়ার নৈপুণ্যে বেঁচে যায় রিয়াল। ছয় গজ দূর থেকে তেতে মোরেন্তে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন গোলমুখে থাকা গুইদো কারিয়োকে। কিন্তু লাফিয়ে কোনোমতে ফিস্ট করে দলকে বিপদমুক্ত করেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক শুরু করে রিয়াল। এই সময়ে নিজেদের অনেকটাই গুটিয়ে নেয় এলচে। স্বাগতিকদের একের পর এক আক্রমণ ঠেকিয়ে প্রতি-আক্রমণে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল দলটি। তবে ৫৭তম মিনিটে কারিয়োর শট ফিরিয়ে জাল অক্ষত রাখেন কোর্তোয়া। চার মিনিট পর আর পারেননি তিনি। মোরেন্তের কর্নার থেকে দানি কালভোর শট ক্রসবারে লেগে গোললাইন অতিক্রম করে। ৬৯তম মিনিটে টনি ক্রুসের ফ্রি কিকে ছুটে গিয়ে হেড করেন কাসেমিরো। কিন্তু লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার। চার মিনিট পর সমতা ফেরায় রিয়াল। লুকা মদ্রিচের ক্রসে চমৎকার হেডে কাছের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন বেনজেমা। ৭৮তম মিনিটে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল রিয়াল।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পুলিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব খাদ্য সামগ্রী বন্টন করেন দুঃস্থদের মধ্যে। ছবি নিজস্ব।

কৈলাসহরে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনা করলেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আজ কৈলাসহর সফর করেছেন এবং কৈলাসহর সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত একটি প্রশাসনিক সভায় স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, জাতীয় সড়ক, এম জি এন রেগা প্রকল্প প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। কৈলাসহর সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তাপস রায়, জেলা পুলিস সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমিত্র চাকমা, ঊনকোটি জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. শরদিন্দ রিয়াং, কৈলাসহরের মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা প্রমুখ। এছাড়াও বন দপ্তরের আধিকারিক এবং এন এইচ আই ডি সি এল-এর প্রতিনিধিগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা সভায় চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. শরদিন্দ রিয়াং জানান, ঊনকোটি জেলায় গত ১২ মার্চ পর্যন্ত ষাটোর্ধ বয়সের মোট ৭৭২ জনকে কোভিড ভ্যাক্সিনের টিকাকরণ করা হয়েছে। এজন্য পেঁচারথলে ৩টি, কুমারঘাটে ৩টি এবং কৈলাসহর মহকুমায় ৬টি সহ জেলায় মোট ১২টি টিকাকরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী কোভিড টিকাকরণের সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার ষাটোর্ধ বয়সের ব্যক্তিদের কোভিড টিকাকরণের বিষয়টিকে ক্যাম্পমোডে পরিচালিত করার জন্য জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলাশাসককেও পরামর্শ দিয়েছেন।

সভায় মুখ্যসচিব বলেন, যে সকল ষাটোর্ধ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই কোভিডের টিকা নিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। এতে যদি কারও মধ্যে টিকাকরণ নিয়ে কোনও সংশয় বা সন্দেহ থাকে তাহলে তা দূর করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, ভোটার তালিকা দেখে বি এল ও-র মাধ্যমে ষাটোর্ধ বয়সের ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের টিকাকরণ কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। মুখ্যসচিব বলেন, কোভিড টিকাকরণের জন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মানুষের কাছে যেতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় মিডিয়ার সাহায্যও নিতে হবে। কোভিড টিকাকরণ নিয়ে মানুষের মনের ভয় কাটাতে হবে। মুখ্যসচিব সাম্পতিক কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রবণতাকে লক্ষ্য করে কোভিড সংক্রান্ত টেস্টের হার বাড়াতে সি এম ও-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

পর্যালোচনা সভায় কৈলাসহর-কুর্তি এবং কুমারঘাট-কৈলাসহর দু'টি জাতীয় সড়কের কাজের অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা করেন মুখ্যসচিব। বিশেষ করে কৈলাসহর-কুর্তি জাতীয় সড়কের বেশ কিছু অংশে বন দপ্তরের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টিও তিনি খতিয়ে দেখেন। জাতীয় সড়কের নির্মাণ সংস্থা এন এইচ আই ডি সি এল-এর প্রতিনিধিকে আসন্ন বর্ষার মরসুম শুরু হওয়ার আগেই রাস্তার ফর্মেশনের কাজ সম্পন্ন করে নিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে বন দপ্তরকেও নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় জমি নির্মাণ সংস্থার হাতে দ্রুত তুলে দিতে। সভায় এছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং এম জি এন রেগা নিয়েও আলোচনা হয়। জেলাশাসক জানান, ঊনকোটি জেলায় এখন পর্যন্ত এম জি এন রেগা প্রকল্পে ৫৮.৬১ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। পর্যালোচনা সভার আগে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার ঊনকোটি প্রত্নস্থল ও খাওরাবিল পরিদর্শন করেন।

হাফলঙে মেলার আড়ালে চলছে জুয়ার আসর, যুবসমাজকে রক্ষা করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

হাফলং (অসম), ১৪ মার্চ (হি.স.) : মেলার নামে হাফলঙে চলছে অবাধে জুয়ার আসর। হাফলং শহরে টাউন কমিটির মাঠের পাশেই চলছে একটি মেলা আর এই মেলাতেই বসেছে অবাধ জুয়ার আসর। ঝান্ডি-মুন্ডা থেকে শুরু করে সবধরনের জুয়ার আসর রয়েছে এই মেলায়।

অভিযোগ মতে প্রতিদিন লক্ষ টাকার খেলা চলছে এই মেলায়। এতে অনেকে সর্বস্ব খুইয়ে বাড়ির পথে হাঁটছেন। বিশেষ করে যুবকরা বেশি করে আসক্ত হচ্ছে এই জুয়ার আসরে। কারণ মেলায় এমন কিছু খেলা রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে ১০০ টাকা জুয়ায় লাগালে মেলবে ১ হাজার টাকা। এই লোভেই সবাই মেলায় এসে জুয়ার আসরে চুটিয়ে টাকা লাগাচ্ছে। বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে বলবৎ রয়েছে নির্বাচনি আচরণ বিধি। সে-সময় জেলার সাধারণ ও পুলিশের নাকের ডগার মধ্যে চলছে প্রকাশ্যে জুয়া। হাফলং সদর থানা থেকে চার পাঁচশো মিটারের মধ্যেই চলছে মেলা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা হাফলং টাউন কমিটির মাঠের পাশে চলছে জুয়ার আসর। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা রহস্যের আবর্তে।

মেলায় এভাবে খোলাখুলি জুয়ার আসর নিয়ে এবার সরব হয়েছেন নাগরিকরা। কারণ এই জুয়ার আসর থেকে শহরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে যে কোনও সময়। হাফলঙের সচেতন মহলের মতে সামনেই নির্বাচন তাই বলবৎ রয়েছে নির্বাচনি আচরণ বিধি। এই অবস্থায় কীভাবে জেলা প্রশাসন এ ধরনের মেলা চালানোর অনুমতি দিল এ নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। স্থানীয় লোকের অভিযোগ, পুলিশের মদতেই এভাবে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চালাচ্ছে মেলা কর্তৃপক্ষ। তাই অবিলম্বে এই মেলা বন্ধ করতে জেলা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন শহরের নাগরিকরা। তাছাড়া মেলায় এভাবে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চলায় শহরের যুবসমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন।

আট কিলোমিটার দীর্ঘ রঙিন আলপনা এঁকে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে স্থানাধিকার কাছাড়

শিলচর (অসম), ১৪ মার্চ (হি.স.) : আট কিলোমিটার দীর্ঘ রঙিন আলপনা অঙ্কন করে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছে কাছাড় জেলা। রবিবার ভোটার সচেতনতার জন্য ডলু থেকে হাতিছড়া, ৮ কিলোমিটার রাস্তায় দীর্ঘতম "রঙ্গুলি" এঁকে কাছাড় জেলা এ রেকর্ড গড়েছে। আজ ১৪ মার্চ ভোটার সচেতনতার জন্য কাছাড় জেলা প্রশাসনের বানানো রঙ্গুলিটি আঁকতে ১,৪৪১ জন শিল্পী অংশ নেন। ২৬,৮৩৭ ফুট রঙ্গুলিটি ৮.৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও প্রস্থে ৬ ফুট।

সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি)-এর আওতায় ভোট দাতাদের নির্বাচনে ভোট দানে উদ্বুদ্ধ করতে এই অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল প্রশাসন। ৮ কিলোমিটার লম্বা আলপনা এঁকে এর মাধ্যমে নানা বার্তা তুলে ধরা হয়। ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসের পক্ষ থেকে জিতেন্দ্র কুমার জৈন এদিন সন্ধ্যাবেলা জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে এই কর্মকাণ্ডের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।

রবিবার ভোর পাঁচটায় মহাসড়কের ডলু পয়েন্ট থেকে কাজটি শুরু করা হয়। আট কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় অঙ্কিত রঙিন আলপনায় বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বার্তাও তুলে ধরা হয়। এতে জেলাশাসক সহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে চা বাগান কর্মী, পুলিশ আধিকারিক, সেনা জওয়ানরা অংশ নেন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক অম্লান বিশ্বাস এ বিষয়ে বলেন, 'নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ভোট দাতাদের ভোট দানে আকৃষ্ট করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাছাড় জেলা প্রশাসন এক অভিনব পদ্ধতি হাতে নিয়েছে যা শুধুমাত্র জেলা নয়, বাইরের লোকদের আকৃষ্ট করবে। যেহেতু মহাসড়কের এক পাশে আলপনা আঁকা হচ্ছে, যাঁরাই এর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সচেতনতা জাগার সম্ভাবনা রয়েছে। এত বড় একটি কাজ যেভাবে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। আমার বিশ্বাস আগামী নির্বাচনেও একইভাবে সুশৃঙ্খলা চোখে পড়বে।'

জেলাশাসক বলেন, 'আমরা যতটুকু জানি ভারতবর্ষের সব থেকে লম্বা রঙ্গুলি আঁকার রেকর্ড হচ্ছে চার কিলোমিটার। যদি শুধুমাত্র রেকর্ড ভাঙার উদ্দেশ্য হতো তা-হলে সাড়ে চার কিলোমিটার বানালেই আমাদের কাজ হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে সচেতন করা এবং এই কাজে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। চা-বাগান এলাকার মহিলা থেকে শুরু করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, আমাদের আধিকারিকরা, প্রত্যেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে যোগ দিয়েছেন। অনেকেই এগিয়ে এসে রং, তুলি ইত্যাদি কিনে দিয়েছেন। যাঁরা এই কাজে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান করেছেন, তাঁদের মাধ্যমেও সচেতনতা ছড়াবে। আমরা একটা রেকর্ড করতে চাইছিলাম যাতে জনগণের কাছে খবরটি বেশি করে পৌঁছে এবং তাঁরা সচেতন হয়ে ভোট দিতে আসেন। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ কিলোমিটার লম্বা আলপনা আঁকার রেকর্ড গড়ে তোলার আমরা প্রত্যেকে গর্বিত। ভোট দাতাদের সচেতন করার উদ্যোগে আমরা এবার মহিলাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখছি। কারণ নারী শক্তি আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। আমি একজন মহিলা জেলাশাসক এবং আমার প্রায় অর্ধেক আধিকারিক মহিলা। আমাদের ভোটদাতার অর্ধেক হচ্ছেন মহিলা। তাদের উদ্বুদ্ধ করলে পরিবারের অন্যরা ভোটদানে আকৃষ্ট হবেন।'

ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জিতেন্দ্র কুমার জৈন। তিনি বলেন, 'ভোট দাতাদের সচেতন করতে এমন উদ্যোগ আগে কখনও দেখা যায়নি। অবশ্যই এই উদ্যোগটি জাতীয় স্তরের রেকর্ড গড়েছে। আমরা আগামীতে যাচাই করে দেখব আন্তর্জাতিক স্তরে এটা কোনও রেকর্ড গড়ছে কিনা। এর পরেই ঘোষণা করা হবে।

এবার বহিরাগত প্রার্থীর প্রতিবাদে দল ছাড়লেন ২ তৃণমূল নেতা

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ (হি.স.): প্রার্থী বাছাই নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিদ্রোহ অব্যাহত। এবার বহিরাগত প্রার্থীর প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে দল ছাড়লেন আরও দুই তৃণমূল নেতা। রবিবার দল ছাড়লেন শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতা দীপক শীল ও জ্যোৎস্না আগরওয়াল।

রবিবার তৃণমূলে পদত্যাপপত্র দিয়ে দীপকবাবু জানিয়েছেন, 'বহিরাগত প্রার্থীকে শিলিগুড়িতে জেতানো অসম্ভব। এর আগে বাইচুং ভুটিয়াকে প্রার্থী করা হয়েছিল। হারতে হয়েছে। তারও আগে স্থানীয় প্রার্থীকে আমরা জিতিয়েছিলাম।' তিনি বলেন, 'আমাদের ওপর বারবার বহিরাগত প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার পর জিততে না পারলে জবাবদিহি করতে বলে দল। এবার আমার পক্ষে জবাবদিহি করা সম্ভব নয়।' পদত্যাগপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করে জেলা তৃণমূল সভাপতি রঞ্জন সরকার বলেন, 'ওদের সঙ্গে কথা বলবো।' প্রসঙ্গত, ভোটের মুখে গোটা রাজ্যের সঙ্গে শিলিগুড়ির রাজনীতিতেও তোলপাড় চলছে।

লোকসংস্কৃতি হল এক চিরন্তন ঐতিহ্য, বললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে আড়ালিয়াস্থিত প্রিয়লাল স্মৃতি ভবনের প্রেক্ষাগৃহে দুই দিনব্যাপী পঁথি পাঁচালী পাঠ ও উৎসব শুরু হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করে এই উৎসবের সূচনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন, লোকসংস্কৃতি হল এক চিরন্তন ঐতিহ্য। আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে লোকসংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে। মন্ত্রপাঠ, বতপাঠ, গীতাপাঠ, উলুধনি যা মঙ্গলের প্রতীখ প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। পূজা-পার্বণ ও সামাজিক রীতিনীতিতে ধান ও দুর্বার ব্যবহার হয় যা হল সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক। এখনও এই সংস্কৃতি প্রচলিত। বিভিন্ন দেববেবীর পূজা ও বত হয়ে থাকে। যা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। সমাজের মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের ফলস্বরূপ এই সকল বত ও পূজার্চনা হয় যা যে কোন সভ্যতার ধারক ও বাহক। সভ্যতা যতদিন বেঁচে থাকবে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াসে সমাজে প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলক ভ-াচার্য বলেন, চতুর্দশ, প'দশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে বাংলার সাংস্ক'তিক জগতে মঙ্গলকাব্য পাঠ খুবই প্রতলতি। ঐ সময়ে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও ধর্মার্চনা করা হয় এবং মানুষের বিশ্বাস মঙ্গল কাব্য পাঠে সকলের মঙ্গল হবে। প্রক'তির সাথে চলার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, পূজার ফলস্বরূপ কাব্যগুলি পাঠ ও শ্রবণ করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব। বলেন, ভারতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য সকলস্তরের মানুষকে তার ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি তুলে ধরতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সুকুমার ঘোষ ও অসীম সাহা।

দুই দিনব্যাপী এই পঁথি পাঁচালী উৎসবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, গোমতী জেলা, সিপাহীজলা জেলা ও পশ্চিম জেলার শিল্পীগণ গীতা পাঠ, ভগবত পাঠ, মনসামঙ্গল পাঠ ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠে অংশ নেবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন পঁথি পাঁচালী পাঠ ও উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান চিত্ত দেব।

তারকা প্রচারকদের জন্য বিশেষ আচরণবিধি চালু করল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৪ মার্চ (হি.স.): এবার তারকা প্রচারকদের জন্য বিশেষ আচরণবিধি চালু করল নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকা অনুসারে এবার থেকে সুরক্ষাবিধি মেনে ভোটের প্রচার করতে হবে তারকা প্রচারকদের। ইচ্ছামত সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যেতে পারবেন না তাঁরাভোটের প্রচারে বেড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে তারকা প্রচারকদের জন্য বিশেষ আচরণবিধি চালু করল নির্বাচন কমিশন।

গত বুধবার নন্দীগ্রামে প্রচারের সময় আহত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলন্ত গাড়ির পা দানিতে দাঁড়িয়ে দরজা অর্ধেক খুলে সাধারণ মানুষকে তখন প্রনাম করছিলেন তিনি। তখনই দরজাটি কোনও ভাবে চেপে যায়। তাতে চাপ লাগে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে। যার জেরে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ঘটনায় দেশ জুড়ে শোরগোল শুরু হয়। রাজ্য প্রশাসন ও কমিশনের পর্যবেক্ষকদের কাছে আলাদা রিপোর্ট তলব করে নির্বাচন কমিশন। তাতে জানানো হয়, দুর্ঘটনাতেই আহত হয়েছেন মমতা। যদিও তৃণমূলের দাবি, চক্রান্ত করে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির দরজা চেপে দিয়েছে বিজেপি।

এই ঘটনার পর্যালোচনা করে রবিবার সমস্ত দলের তারকা প্রচারকদের জন্য বিশেষ আচরণবিধি ঘোষণা করেছে কমিশন। তাতে বলে হয়েছে, যে তারকা প্রচারকরা বিশেষ নিরাপত্তা পান তাঁদের নিরাপত্তা বিধি মেনে প্রচার করতে হবে। তাঁদের ঝুঁকির মুখে পড়া এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়।

বছরের প্রথম কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বঙাইগাঁও এলাকায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি

বঙ্গাইগাও, ১৪ মার্চ (হি.স.) : শনিবার রাতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বঙাইগাঁও জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি। ঝড়ে বহু জায়গায় কাঁচা বাড়ি থেকে শুরু করে পাকা বাড়ির চিলেকোঠার ছাদ উড়িয়ে নিয়ে অন্যত্র ফেলে দেয়।গতকাল রাতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জেলার। গতকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় নেই বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্ধ পানীয় জল সরবরাহ। বঙাইগাও জেলার শৌলমারি, নাম্বারপাড়া, চাকলা কোকিলা, চকি হালি ইত্যাদি এলাকায় বছরের প্রথম কালবৈশাখীর ঝড়ে বিস্তর ক্ষতিসাধন করে।

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে
রাজ্যের সকল ভোক্তাদের প্রতি
ত্রিপুরা সরকারের আবেদন-

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ১৫ই মার্চ

- যে কোন কেনাকাটায় রসিদ নিন। রসিদে জিনিসের নাম/পরিষেবার বিবরণ ও তারিখ থাকা দরকার। গ্যারান্টি/ওয়ারান্টি থাকলে সেটাও বুঝে নিন।
- রেশন সামগ্রী নেওয়ার সময় e-POS মেশিনে মুদ্রিত রসিদ চেয়ে নিন এবং রসিদে উল্লেখিত দ্রব্যাদি আপনি পেয়েছেন কিনা তা যাচাই করে নিন।
- ভুয়ো এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না।
- মেয়াদকাল উত্তীর্ণ কোন জিনিস কিনবেন না।
- অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনার টেলিফোনে আসা অর্থপ্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো বার্তা বা লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।
- আপনার এ.টি.এম কার্ডের নম্বর, মেয়াদের তারিখ ও সি.ভি.ভি নম্বর কাউকে জানাবেন না।
- ক্রেতা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে করলে উপযুক্ত ভোক্তা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার আদায় করে নিন।

সচেতন হউন: সুরক্ষিত থাকুন

জাগো গ্রাহক জাগো

যেকোনো তথ্য বা পরামর্শের জন্য ডায়াল করুন ঃ
রাজ্য কনজিউমার হেল্প লাইন (নিঃশুল্ক) - ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫

পিডিএস কল লাইন (নিঃশুল্ক)
১৯৬৭ / ১৪৪৪৫

ICA/D-1666/2020-21

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।